BCS প্রিলি. লেকচার শিট বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

লেকচার ০৪

Lecture Contents

- ❑ ভাষা
- ❑ ব্যাকরণ
- ❑ বাংলা লিপি
- ❑ ধ্বনি ও বর্ণ

ভাষা ও বাংলা ভাষা

ভাষা

'ভাষা' সংস্কৃত 'ভাষ' ধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ 'বলা' বা 'কওয়া'। 'মনের ভাব প্রকাশের জন্য উচ্চারিত অর্থবহ শব্দসমষ্টি যা স্বতন্ত্রভাবে বিশেষ কোনো জনসমাজে ব্যবহৃত হয় তাই ভাষা।'

ভাষাবিজ্ঞানীগণ মনে করেন, পৃথিবীতে চার থেকে আট হাজার ভাষা আছে। তবে এদের মধ্যে আড়াই হাজারের মতো ভাষা প্রচলিত রয়েছে। এর মধ্যে ভাষাভাষী জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলা পৃথিবীর ষষ্ঠ বৃহৎ ভাষা। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ত্রিশ কোটি লোকের ভাষা বাংলা।

বর্তমান বিশ্বে ভাষাভাষীর দিক থেকে বাংলা ভাষার অবস্থান ষষ্ঠ।

বাংলা ভাষা

পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের জন্য বাংলা শব্দ ব্যবহার করে আমরা যে সব অর্থপূর্ণ ধ্বনি উচ্চারণ করি সাধারণভাবে তাকেই বলি 'বাংলা ভাষা'। পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার মত বাংলা ভাষারও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে দুটি বিভাজন- লেখ্য এবং কথ্য।

ভাষা পণ্ডিতদের মতে বাংলা ভাষার উদ্ভব

ভাষা পণ্ডিতের নাম	বাংলা ভাষার উদ্ভব
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে	গৌড়ীয় প্রাকৃত থেকে।
ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে	মাগধী প্রাকৃত থেকে।
জর্জ গ্রিয়ারসনের মতে	মাগধী প্রাকৃত থেকে।

বাংলা ভাষার উৎপত্তিকাল

ভাষা পণ্ডিতের নাম	উৎপত্তিকাল
ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে	দশম শতাব্দী
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে	সপ্তম শতাব্দী

বাংলা ভাষার আদি স্তরের স্থিতিকাল

ভাষা পণ্ডিতের নাম	উৎপত্তিকাল
ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে	দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে	সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী

বাংলা ভাষার বয়স

ভাষা পণ্ডিতের নাম	সময়কাল	বয়স
ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে	দশম - একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত	১১০০ বছর
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে	সপ্তম - একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত	১৪০০ বছর

সাধু ও চলিত রীতির বৈশিষ্ট্য

সাধু ভাষা প্রাচীনকাল থেকেই সাহিত্যের ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সাধু ভাষা ছিল সাহিত্যিক ও কৃত্রিম ভাষা।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই বাংলা সাহিত্যে 'চলিত ভাষা'র প্রচলন শুরু হতে থাকে। চলিত রীতির প্রতিষ্ঠায় যিনি সফল নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি হলেন প্রমথ চৌধুরী (সাহিত্যিক নাম বীরবল)। তাঁর সম্পাদিত 'সবুজপত্র' (১৯১৪) পত্রিকার মাধ্যমে তিনি সাধু ভাষার বিপক্ষে এবং চলিত রীতির পক্ষে যে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছেন তাকে চলিত রীতির প্রবর্তকের মর্যাদায় ভূষিত করেছে। চলিত রীতির প্রতিষ্ঠায় তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি হলো- 'ভাষা মানুষের মুখ থেকে কলমের মুখে আসে উল্টোটি হলে মানুষের মুখে কালি লাগে' তাঁর আরেকটি বিখ্যাত উক্তি, 'শুধু মুখের কথাই জীবন্ত। যতদূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা বলি, সেই ভাষায় লিখতে পারলে লেখা প্রাণ পায়।'

বাংলা ভাষার লিখিত রূপের দুটি রীতি বিদ্যমান- সাধু ও চলিত। আবার মৌখিক রূপের চলিত রূপ ছাড়াও আঞ্চলিক রূপ রয়েছে।

- ❑ **সাধুরীতি:** এ রীতি সুনির্ধারিত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করে চলে এবং এর কাঠামো সাধারণত অপরিবর্তনীয়। এর পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট। এ রীতি গুরুগম্ভীর ও আভিজাত্যের অধিকারী, নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতার অনুপযোগী। এ রীতিতে তৎসম শব্দবহুলতা দেখা যায়। এ রীতি সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের বিশেষ রীতি মেনে চলে।
- ❑ **চলিত রীতি:** চলিত রীতি পরিবর্তনশীল। এটি শিষ্ট ও ভদ্রজনের মুখের বুলি হতে কালের প্রবাহে অনেকটা পরিবর্তিত রূপ লাভ করেছে। এ রীতি কৃত্রিমতাবর্জিত। মানুষের মনের ভাব প্রকাশে এটি অপেক্ষাকৃত উপযোগী। এ রীতি নাটকের সংলাপ, বক্তৃতা, আলাপ-আলোচনার জন্য উপযোগী। চলিত রীতিতে তদ্ভব শব্দবহুলতা দেখা যায়। সাধুরীতির ব্যবহৃত সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ চলিত রীতিতে সংক্ষিপ্ত হয়।

সাধু ও চলিত রীতির বিভিন্ন পদের পার্থক্য

চলিত ভাষা	সাধু ভাষা
তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দ বেশি ব্যবহৃত হয়। গুরুগম্ভীর তৎসম শব্দ যথাসম্ভব এড়িয়ে যাওয়া হয়। যেমন– রক্ষা (পরিত্রাণ), সঙ্গে (সমভিব্যাহারে), তীর সংযোগ (শরসন্ধান), আমগাছের নিচে (সহকার তরুতলে)।	তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ বেশি ব্যবহৃত হয়। যেমন– পরিত্রাণ (রক্ষা), সমভিব্যাহারে (সঙ্গে), শরসন্ধান (তীর সংযোগ), সহকার তরুতলে (আমগাছের নিচে)।
সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের সহজ ও সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়, যেটি উচ্চারণ ও ব্যবহার করা আরামদায়ক ও সহজ। যেমন– তার (তদীয়), এরা (ইহারা), আপনার (আপনকার), তাদের (তাহাদিগকে), হলে (হইলে), লাগলেন (লাগিলেন)।	সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দীর্ঘ পূর্ণাঙ্গ রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন– তদীয় (তার), ইহারা (এরা), আপনকার (আপনার), তাহাদিগকে (তাদের), হইলে (হলে), লাগিলেন (লাগলেন)।
অপেক্ষাকৃত সহজ বিশেষণ পদ ব্যবহার করা হয়। যেমন– অত্যন্ত (অতিমাত্র), এরূপ (এ রকম), এইরকম (ঈদৃশ), আমার মতো (মাদৃশ), এই অনুযায়ী (এতদনুযায়ী)।	অপেক্ষাকৃত কঠিন, দীর্ঘ ও (বিশেষত তৎসম) বিশেষণ পদ ব্যবহার করা হয়। যেমন– অতিমাত্র (অত্যন্ত), এ রকম (এরূপ), ঈদৃশ (এই রকম), মাদৃশ (আমার মতো), এতদনুযায়ী (এই অনুযায়ী)।
সন্ধি ও সমাসবদ্ধ পদকে প্রায়ই ভেঙে ব্যবহার করা হয়। যেমন– বনের মধ্যে (বনমধ্যে), ভার অর্পণ (ভারার্পণ), প্রাণ যাওয়ার ভয় (প্রাণভয়)।	সন্ধি ও সমাসবদ্ধ পদ বেশি ব্যবহার করা হয়। যেমন– বনমধ্যে (বনের মধ্যে), ভারার্পণ (ভার অর্পণ), প্রাণভয় (প্রাণ যাওয়ার ভয়)।

ভাষা সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

১. ভাবের মাধ্যম– ভাষা।
২. পৃথিবীতে বাংলায় কথা বলে– প্রায় ৩০ কোটি মানুষ।
৩. ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলের ভাষা– উপভাষা।
৪. বাংলা ভাষা অন্তর্গত– ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর।
৫. বাংলা ভাষার দুটি রীতি– কথ্য ও লেখ্য।

ভাষার উপাদান/উপকরণ

৬. ভাষার মূল উপাদান/একক– ধ্বনি।
৭. ভাষার মূল উপকরণ– বাক্য।
৮. বাক্যের মৌলিক উপাদান– শব্দ।
৯. শব্দের অর্থগত উপাদান– রূপ।
১০. শব্দের গঠনগত উপাদান– বর্ণ।

এক কথায় উত্তর

১. ভাষা ভাষীর দিক থেকে বাংলা ভাষার অবস্থান কত?
উত্তর: ষষ্ঠ।

২. কোন ভাষারীতি পরিবর্তনশীল?
উত্তর: চলিতরীতি।

৩. 'ভাষা' শব্দটি কোন ধাতু থেকে এসেছে?
উত্তর: সংস্কৃত 'ভাষ' ধাতু থেকে।

৪. মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম কী?
উত্তর: ভাষা।

৫. ভাষার মৌলিক উপাদান কী?
উত্তর: শব্দ।

৬. ভাষার প্রধান উদ্দেশ্য কী?
উত্তর: অর্থবাচকতা।

৭. ভাষার মূল উপকরণ কী?
উত্তর: বাক্য।

৮. ভাষার মৌলিক অংশ কয়টি?
উত্তর: ৪টি (মতান্তরে ৩টি)।

৯. বাংলা ভাষার নিকটতম আত্মীয় বলা হয় কোন ভাষাকে?
উত্তর: অহমিয়া ও উড়িয়া।

১০. ভাষা বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীতে ভাষার সংখ্যা কত?
উত্তর: চার থেকে আট হাজার।

১১. কোন ভাষাকে সাহিত্যিক ও কৃত্রিম ভাষা বলা হয়?
উত্তর: সাধুভাষা।

১২. চলিত ভাষার প্রচলন শুরু হয় কবে?
উত্তর: উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে।

১৩. চলিতরীতি প্রতিষ্ঠায় সফল নেতৃত্ব দিয়েছেন কে?
উত্তর: প্রমথ চৌধুরী।

১৪. "ভাষা মানুষের মুখ থেকে কলমের মুখে আসে উল্টোটি হলে মানুষের মুখে কালি লাগে"- উক্তিটি কে করেন?
উত্তর: প্রমথ চৌধুরী।

১৫. বাংলা ভাষায় লিখিত রূপের রীতি কয়টি?
উত্তর: দুটি (সাধু ও চলিত)।

১৬. কোনটি সুনির্ধারিত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করে চলে?
উত্তর: সাধুরীতি।

১৭. কোন রীতি পরিবর্তনশীল?
উত্তর: চলিতরীতি।

১৮. কোন রীতি নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতার জন্য উপযোগী?
উত্তর: চলিতরীতি।

১৯. বাংলা ভাষায় যতি চিহ্নের প্রবর্তন করেন কে?
উত্তর: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

২০. বাংলা ভাষায় প্রধানত কয়টি যতি চিহ্ন?
উত্তর: ১২টি।

২১. প্রত্যেক ভাষারই চারটি মৌলিক অংশ হলো?
উত্তর: ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ও অর্থ।

২২. মানুষের দেহের যে সব অঙ্গ-প্রতঙ্গ ধ্বনি তৈরিতে সহায়তা করে তাকে কী বলে?
উত্তর: বাক্‌প্রত্যঙ্গ।

২৩. প্রমিত রীতি কী?
উত্তর: চলিত ভাষার আদর্শরূপ।

২৪. 'পূর্বেই' চলিত রীতিতে কি হবে?
উত্তর: আগেই।

২৫. কোন ভাষায় সাহিত্যের গাম্ভীর্য ও আভিজাত্য প্রকাশ পায়?
উত্তর: সাধু ভাষায়।

২৬. সংস্কৃত ভাষা থেকে কোন ভাষার উৎপত্তি হয়েছে?
উত্তর: হিন্দি।

২৭. সাধু ও চলিত ভাষার মূল পার্থক্য কোন পদে বেশি দেখা যায়?
উত্তর: ক্রিয়া ও সর্বনাম।

২৮. 'একদা মরণ-সমুদ্রের বেলাভূমিতে দাঁড়াইয়া কোন এক আরবীয় সাধক বলিয়াছিলেন'- এ বাক্যাংশটি কোন রীতিতে লিখিত?
উত্তর: সাধু রীতিতে।

২৯. উপভাষা (Dialect) কোনটি?
উত্তর: অঞ্চল বিশেষের মানুষের মুখের কথা।

৩০. 'গুরুচণ্ডালী দোষ' বলতে বুঝায়-
উত্তর: সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ।

৩১. 'অতঃপর বিভ্রান্তমুক্ত হয়ে রোগগ্রস্ত পিতা পুত্র সম্বন্ধে যা জানিতেন সবই খুলে বলিলেন।' - সাধু ভাষার বাক্যটিতে ভুলের সংখ্যা কয়টি?
উত্তর: পাঁচ।

৩২. পৃথিবীতে বর্তমানে কতগুলো ভাষা প্রচলিত?
উত্তর: আড়াই হাজার।

৩৩. 'সাধুভাষা' পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেন-
উত্তর: রাজা রামমোহন রায়।

৩৪. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার কয়টি শাখা?
উত্তর: দুইটি।

৩৫. মানুষের মুখে উচ্চারিত অর্থবোধক ও মনোভাব প্রকাশক ধ্বনি সমষ্টিকে বলে-
উত্তর: ভাষা।

৩৬. ভাষার কোন রূপ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম?
উত্তর: প্রাকৃত।

৩৭. বাংলা ভাষা কোন মূল ভাষার অন্তর্গত?
উত্তর: ইন্দো-ইউরোপীয়।

৩৮. বাংলা ভাষার উৎপত্তিকাল-
উত্তর: সপ্তম শতাব্দী।

৩৯. ভাষার মৌলিক রীতি-
উত্তর: বলার ও লেখার রীতি।

৪০. সাধু ভাষা বলতে বুঝায়-
উত্তর: তৎসম শব্দবহুল ভাষার রীতি।

৪১. আঞ্চলিক ভাষার অপর নাম কী?
উত্তর: উপভাষা।

৪২. কোন ভাষারীতির পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট?
উত্তর: সাধু ভাষা।

৪৩. ভাষা প্রকাশের মাধ্যম কয়টি?
উত্তর: ২টি।

৪৪. সাধু ও চলিত রীতিতে অভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয় কোন পদ?
উত্তর: অব্যয়।

৪৫. ভাষার কোন রীতিতে কেবলমাত্র লেখ্যরূপ ব্যবহৃত হয়?
উত্তর: সাধু রীতি।

৪৬. সাধুরীতিতে কোন পদটির দীর্ঘরূপ হয় না?
উত্তর: অব্যয়।

৪৭. ভারতীয় ভাষার নিদর্শন যে গ্রন্থে পাওয়া যায়, তার নাম-
উত্তর: ঋগ্বেদ।

৪৮. চলিত ভাষায় আদর্শরূপে গৃহীত ভাষাকে বলা হয়-
উত্তর: প্রমিত ভাষা।

৪৯. কোন অঞ্চলের মৌলিক ভাষাকে ভিত্তি করে চলিত ভাষা গড়ে উঠেছে?
উত্তর: কলকাতা।

৫০. ভাষার কোন রীতি তদ্ভব শব্দবহুল?
উত্তর: চলিত রীতি।

৫১. ক্রিয়া, সর্বনাম ও অনুসর্গের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়-
উত্তর: সাধু ভাষারীতিতে।

৫২. চলিত ভাষায় কোনটির রূপ সংক্ষিপ্ত হয়-
উত্তর: অনুসর্গের।

৫৩. 'উহা' কোন রীতির শব্দ?
উত্তর: সাধু।

৫৪. সাধু ভাষার শব্দে 'ঙ্গ' এর স্থলে চলিত ভাষায় কোন কোমল রূপ ব্যবহৃত হয়?
উত্তর: ঙ।

Teacher's Work

১. সাধু ভাষা সাধারণত কোথায় অনুপযোগী? [১৮তম বিসিএস]
ⓚ কবিতার পঙ্‌ক্তিতে ⓚ গানের কলিতে ⓖ গল্পের সংলাপে ⓖ নাটকের সংলাপে — ঘ

২. গুরুচণ্ডালী দোষমুক্ত কোনটি? [১০তম বিসিএস]
ক) শবপোড়া খ) মড়াদাহ গ) শবদাহ ঘ) শবমড়া — গ

৩. মানুষের মুখে উচ্চারিত অর্থবোধক ও মনোভাব প্রকাশক ধ্বনির সমষ্টিকে বলে-
ক) বর্ণ খ) শব্দ গ) বাক্য ঘ) ভাষা — ঘ

৪. প্রত্যেক ভাষারই চারটি মৌলিক অংশ হলো-
ক) ধ্বনি, শব্দ, বাক্য, অর্থ খ) ধ্বনি, শব্দ, বর্ণ, প্রত্যয় গ) শব্দ, বাক্য, সমাস, কারক ঘ) উপসর্গ, অনুসর্গ, শব্দ, বাক্য — ক

৫. মানুষের দেহের যে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধ্বনি তৈরিতে সহায়তা করে তাকে বলে-
ক) বাক প্রত্যঙ্গ খ) অঙ্গধ্বনি গ) স্বরতন্ত্রী ঘ) নাসিকাতন্ত্র — ক

ব্যাকরণ ও বাংলা ব্যাকরণ

ব্যাকরণ শব্দটি সংস্কৃত শব্দ। এর বিশ্লেষণ বি + আ + √কৃ + অন। যার অর্থ বিশেষরূপে বিশ্লেষণ। ব্যাকরণ ভাষার নানা প্রকৃতি ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করে এবং অভ্যন্তরীণ নিয়মকানুন, রীতিনীতি শৃঙ্খলাবদ্ধ করে থাকে। কোন ভাষার অভ্যন্তরীণ নিয়মরীতিই সেই ভাষার ব্যাকরণ হিসেবে বিবেচিত।

বাংলা ব্যাকরণের উৎপত্তির ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ

বাংলা ব্যাকরণ রচনার ইতিহাস ২৫০ বছরেরও বেশি অর্থাৎ মনোএল দ্যা আসসুম্পসাঁও থেকে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও ড. সুকুমার সেন পর্যন্ত। বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ রচিত হয় ইউরোপীয়দের হাত ধরে।

বাংলা ব্যাকরণের প্রথম গ্রন্থ- 'মনোএল দ্যা আসসুম্পসাঁও'র দ্বিভাষিক শব্দকোষ ও খণ্ডিত ব্যাকরণ' আঠারো শতকের চল্লিশের দশকে রচিত হয়। ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে গাজীপুরের ভাওয়ালে পর্তুগিজ ভাষায় তিনি রচনা করেন "Vocabolario Em Idioma Bengalla, e Portuguez Dividido Em Duas Partes" নামে।

গ্রন্থটি দুটি অংশে বিভক্ত; প্রথম অংশ ব্যাকরণের একটি সংক্ষিপ্তসার এবং দ্বিতীয় অংশ বাংলা-পর্তুগিজ এবং পর্তুগিজ-বাংলা শব্দবিধান। এতে কেবল রূপতত্ত্ব এবং বাক্যতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে, ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে কোনো আলোচনা নেই।

১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে হুগলি থেকে প্রকাশিত হয় ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড রচিত ইংরেজি ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ, 'A Grammar of the Bengali Language.' এটি বাংলা ভাষার দ্বিতীয় ব্যাকরণ গ্রন্থ'। হ্যালহেডকে বাংলা ব্যাকরণ রচনার পথিকৃৎ বলা হয়।

বাংলা ভাষায় বাঙালির লেখা প্রথম পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রামমোহন রায়ের 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'। স্কুল সোসাইটির অনুরোধে ১৮৩০ সালে তিনি এটি রচনা করেন যা ১৮৩৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

বাংলা ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়

সব ভাষারই ব্যাকরণে প্রধানত নিম্নলিখিত চারটি বিষয়ের আলোচনা করা হয়।

ক. ধ্বনিতত্ত্ব
খ. শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব
গ. বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম
ঘ. অর্থতত্ত্ব

এছাড়া অভিধানতত্ত্ব, ছন্দ ও অলঙ্কার প্রভৃতিও ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়।

(ক) ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology): এ অংশে ধ্বনি, ধ্বনির উচ্চারণ, ধ্বনির বিন্যাস, ধ্বনির পরিবর্তন, বর্ণ, সন্ধি বা ধ্বনি সংযোগ, ণ-ত্ব বিধান, ষ-ত্ব বিধান প্রভৃতি ধ্বনি- সম্বন্ধীয় ব্যাকরণের বিষয়গুলো আলোচিত হয়।

(খ) শব্দ বা রূপতত্ত্ব (Morphology): শব্দ, শব্দের প্রকার, শব্দ গঠন, শব্দরূপ, শব্দের ব্যুৎপত্তি, পদের পরিচয়, উপসর্গ, প্রত্যয়, পদাশ্রিত নির্দেশক, দ্বিরুক্ত শব্দ, বিভক্তি, লিঙ্গ, বচন, ধাতু, সমাস, ক্রিয়া-প্রকরণ, ক্রিয়ার কাল, অনুজ্ঞা, ক্রিয়ার ভাব, অনুসর্গ ইত্যাদি বিষয় রূপতত্ত্বে আলোচিত হয়ে থাকে।

(গ) বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম (Syntax): বাক্য, বাক্যের অংশ, বাক্যের প্রকার, বাক্য বিশ্লেষণ, বাক্য পরিবর্তন, পদক্রম, পদ পরিবর্তন, বাগধারা, বাক্য সংকোচন, বাক্য-সংযোজন, বাক্য বিয়োজন, কারক, যতিচ্ছেদ বা বিরামচিহ্ন প্রভৃতি বিষয় বাক্যতত্ত্বে আলোচিত হয়।

(ঘ) অর্থতত্ত্ব (Semantics): শব্দের অর্থবিচার, বাক্যের অর্থবিচার, অর্থের বিভিন্ন প্রকারভেদ। যেমন- মুখ্যার্থ, গৌণার্থ, বিপরীতার্থ, পারিভাষিক শব্দ, সমোচ্চারিত শব্দ, সমার্থক শব্দ, বিপরীতার্থক শব্দ, অনুবাদ, প্রবাদ-প্রবচন, ইত্যাদি অর্থতত্ত্বে আলোচিত হয়।

(ঙ) ছন্দ-প্রকরণ: এ তত্ত্বে ছন্দের প্রকার ও নিয়মসমূহ আলোচিত হয়।

(চ) অলংকার প্রকরণ: এ তত্ত্বে অলংকারের সংজ্ঞা ও প্রকার ইত্যাদি আলোচিত হয়।

এছাড়াও অভিধান-তত্ত্ব (Lexicography) ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়।

নিম্নে বাংলা ভাষার বিখ্যাত কিছু ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হলো :

গ্রন্থের নাম	রচনার ভাষা	রচয়িতা
Vacabulario Em Idioma Bengalla, E Portuguez. Dividido Em Duas Partes	পর্তুগিজ	মনোএল দা আসসুম্পসাঁও
A Grammar of the Bengal Language (১৭৭৮)	ইংরেজি	নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড
A Grammar of the Bengali Language (১৮০১)	ইংরেজি	উইলিয়াম কেরী
Bengali Grammar in English Language (১৮২৬)	ইংরেজি	রাজা রামমোহন রায়
গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩৩) [বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ]	বাংলা	
ব্যাকরণ কৌমুদী (১৮৫৩)	বাংলা	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
ব্যাকরণ মঞ্জরী	বাংলা	ড. মুহম্মদ এনামুল হক
ভাষাবোধ বাঙ্গালা ব্যাকরণ	বাংলা	নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ
আধুনিক বাংলা ব্যাকরণ	বাংলা	জগদীশচন্দ্র ঘোষ
The Origin and Development of the Bengali Language (ODBL)	ইংরেজি	ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব	বাংলা	মুহাম্মদ আবদুল হাই

এক কথায় উত্তর

১. **ব্যাকরণ শব্দের অর্থ কী?**
উত্তর: বিশেষভাবে বিশ্লেষণ।

২. **ব্যাকরণের কাজ কী?**
উত্তর: ভাষার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা করা।

৩. **'কারক' ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?**
উত্তর: বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রমে।

৪. **ব্যাকরণ শব্দটির বিশ্লেষণ কী হবে?**
উত্তর: বি + আ + √কৃ + অন।

৫. **ব্যাকরণ চর্চার আদিভূমি হিসেবে ধরা হয় কোনটি কে?**
উত্তর: গ্রিসকে।

৬. **কোন ভাষা থেকে ব্যাকরণ শব্দটি এসেছে?**
উত্তর: সংস্কৃত।

৭. **"যে শাস্ত্র জানিলে বাঙ্গালা ভাষা শুদ্ধরূপে লিখিতে, পড়িতে ও বলিতে পারা যায়, তাহার নাম বাঙ্গালা ব্যাকরণ"- এ উক্তিটি কে করেন?**
উত্তর: ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।

৮. **পাণিনি রচিত ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম কী?**
উত্তর: অষ্টাধ্যায়ী।

৯. **পৃথিবীর প্রথম ব্যাকরণের নাম কী?**
উত্তর: ডি লিঙ্গুয়া ল্যাটিনো (ল্যাটিন ভাষায়)।

১০. **কখন পৃথিবীর প্রথম ব্যাকরণ রচিত হয়?**
উত্তর: খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে।

১১. **প্রথম বাংলা ব্যাকরণ কে রচনা করেন?**
উত্তর: মনোএল দ্য আস্সুম্পসাঁউ (পর্তুগিজ ভাষায় ১৭৪৩)।

১২. **নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড রচিত ব্যাকরণের নাম কী?**
উত্তর: A Grammar of the Bengal Language (১৭৭৮)।

১৩. **বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ রচনার প্রথম প্রচেষ্টা কে করেন?**
উত্তর: রাধাকান্ত দেব তাঁর গ্রন্থ 'বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ' (১৮২১)।

১৪. **বাঙালি রচিত বাংলা ভাষার পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম কী?**
উত্তর: 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' (১৮৩৩)।

১৫. **বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন কে?**
উত্তর: রাজা রামমোহন রায়।

১৬. **বাংলা ব্যাকরণ রচনার পথিকৃৎ বলা হয় কাকে?**
উত্তর: ব্রাসি হ্যালহেডকে।

১৭. **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত ব্যাকরণ কোনটি?**
উত্তর: ব্যাকরণ কৌমুদী (১৮৫৩)।

১৮. **'ব্যাকরণ মঞ্জরী'- কে রচনা করেন?**
উত্তর: ড. মুহম্মদ এনামুল হক।

১৯. **'বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান'- কে রচনা করেন?**
উত্তর: ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।

২০. **'প্রমিত ভাষার বাংলা ব্যাকরণ' রচনা করেন কে বা কারা?**
উত্তর: রফিকুল ইসলাম ও পবিত্র সরকার।

২১. **বাংলা ব্যাকরণে আলোচ্য বিষয় কয়টি?**
উত্তর: ৪টি।

২২. **'সন্ধি' ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?**
উত্তর: ধ্বনিতত্ত্বে।

২৩. **'বচন' ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?**
উত্তর: শব্দ বা রূপতত্ত্বে।

২৪. **'অনুবাদ' ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?**
উত্তর: অর্থতত্ত্বে।

২৫. **অভিধান-তত্ত্বের পরিভাষা কী?**
উত্তর: Lexicography।

Teacher's Work

১. **'ব্যাকরণ' শব্দের ব্যুৎপত্তি কোনটি?**
ⓚ বি+আ+√কৃ+অন ⓚ্ষ ব্য+আ+কৃ+√অন ⓖ বৃ+কৃ+অন ⓖ্ঘ ব্যা+ক+রন — ক

২. **'ব্যাকরণ' শব্দের সঠিক অর্থ কী?**
ক) বিশেষভাবে বিশ্লেষণ খ) বিশেষভাবে বিভাজন গ) বিশেষভাবে সংযোজন ঘ) বিশেষভাবে বিয়োজন — ক

৩. **'ব্যাকরণ মঞ্জুরী' কার লেখা?**
ক) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ) ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় গ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঘ) ড. মুহম্মদ এনামুল হক — ঘ

৪. **বচন, লিঙ্গ, পুরুষ ইত্যাদি আলোচিত হয়-**
ক) বাক্যতত্ত্বে খ) রূপতত্ত্বে গ) অর্থতত্ত্বে ঘ) ধ্বনিতত্ত্বে — খ

৫. **বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন কে?** [২৯তম বিসিএস]
ক) ব্রাসি হেলহেড খ) রাজা রামমোহন রায় গ) নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ ঘ) মনোএল দ্য আসসুম্পসাঁও — খ

৬. **রাজা রামমোহন রায় রচিত ব্যাকরণের নাম কী?** [২৭তম বিসিএস]
ক) গৌড়ীয় ব্যাকরণ খ) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় গ) ভাষা ও ব্যাকরণ ঘ) বাংলা ভাষার ব্যাকরণ — ক

৭. **সন্ধি ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?** [১৮তম বিসিএস]
ক) ভাষাতত্ত্বে খ) ধ্বনিতত্ত্বে গ) রূপতত্ত্বে ঘ) বাক্যতত্ত্বে — খ

৮. **Philology শব্দের পরিভাষা কোনটি?**
ক) দর্শনবিদ্যা খ) ভাষাবিদ্যা গ) মনোবিদ্যা ঘ) ধ্বনিবিদ্যা — খ

বাংলা লিপি

প্রাচীন ভারতে প্রচলিত চিত্রলিপিকে অবলম্বন করে ভারতীয় লিপিমালার উৎপত্তি ঘটেছে। এ লিপিমালাকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত প্রধান দুটি রূপ হলো- ব্রাহ্মী এবং খরোষ্ঠী। খরোষ্ঠী লিপি ডান থেকে বামদিকে লেখা হত। আর ব্রাহ্মীলিপি বামদিক থেকে ডানদিকে লেখা হত। পাকিস্তানের শাহবাজগড় ও মনোসেহরার অনুশাসনে খরোষ্ঠী লিপির ব্যবহার দেখা যায়। খরোষ্ঠী লিপি আরামায়িক লিপি থেকে উদ্ভূত।

পাল শাসনামলে বাংলায় বাংলা লিপির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় এবং কালক্রমে তা একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করে। সেন বংশের শাসনামলে বাংলা লিপির স্থায়ী রূপ তৈরি করে অক্ষর গঠনের কাজ শুরু হয়। পরবর্তী দুইশত বছর ধরে অক্ষর গঠনের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হলেও পনের শতকে এসে (পাঠান আমলে) তা মোটামুটি স্থায়ী রূপ লাভ করে।

১৭৭৮ সালে চার্লস উইলকিন্স ও এন্ড্রুজ সাহেব হুগলিতে এবং ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে ডেনমার্কের শাসনাধীন শ্রীরামপুর মিশনের উইলিয়াম ওয়ার্ড ও জেসি ম্যার্শম্যানের সহায়তায় উইলিয়াম কেরি মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করেন। চার্লস উইলকিন্সকে বাংলা মুদ্রাক্ষরের জনক বলা হয়। তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী পঞ্চানন কর্মকার বাংলা অক্ষর খোদাই করেন।

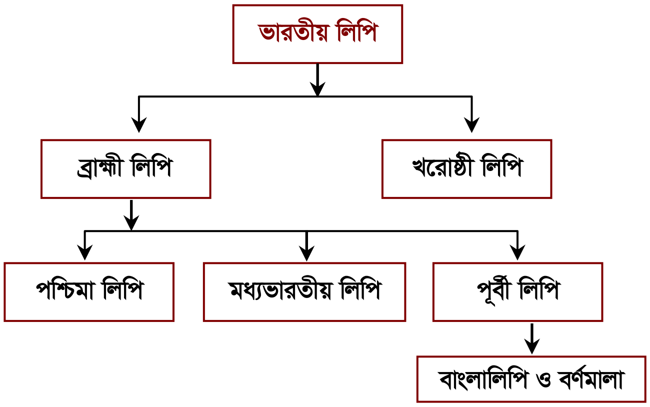

এক কথায় উত্তর

১. **কোন শাসনামলে বাংলা লিপি স্থায়ীরূপ লাভ করে?**
উত্তর: পাঠান আমলে।

২. **ভারতীয় চিত্রলিপির দুটি প্রাচীন রূপ কী কী?**
উত্তর: ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী।

৩. **বাংলা মুদ্রাক্ষরের জনক বলা হয় কাকে?**
উত্তর: চার্লস উইলকিন্সকে।

৪. **বাংলা লিপি গঠনের কাজ শুরু হয় কোন শাসনামলে?**
উত্তর: সেন আমলে।

৫. **বাংলা অক্ষর খোদাই করেন কে?**
উত্তর: পঞ্চানন কর্মকার।

৬. **বাংলা লিপির উৎস কী?**
উত্তর: ব্রাহ্মী।

৭. **ভারতের পূর্বাঞ্চলের প্রচলিত রূপ কী?**
উত্তর: কুটিল।

৮. **বাংলা লিপির উৎপত্তি কোন রূপ থেকে?**
উত্তর: পূর্বী লিপি (ব্রাহ্মী লিপির কুটিল রূপ পূর্বীলিপি থেকে.।

৯. **ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা লিপির উৎপত্তি কবে?**
উত্তর: সপ্তম শতাব্দী।

১০. **ড. সুনীতিকুমারের মতে বাংলা লিপির উৎপত্তি কখন?**
উত্তর: দশম শতাব্দী।

১১. **ভারতীয় লিপির উৎপত্তি কোথা থেকে?**
উত্তর: প্রাচীন ভারতের প্রচলিত চিত্রলিপি থেকে।

১২. **পৃথিবীর প্রায় সকল লিপি কোন লিপি থেকে উদ্ভব হয়েছে?**
উত্তর: ফিনিশিয় লিপি।

১৩. **ব্রাহ্মী লিপি কোন দিক থেকে লেখা হয়?**
উত্তর: বাম দিক।

১৪. **ডানদিক থেকে লেখা হয় কোন লিপি?**
উত্তর: খরোষ্ঠী লিপি।

১৫. **শ্রীরামপুর মিশন প্রেস স্থাপিত হয় কখন?**
উত্তর: ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে।

১৬. **কোন শাসনামলে বাংলা লিপির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়?**
উত্তর: পাল আমলে।

১৭. **উপমহাদেশে প্রথম ছাপাখানা কোন সালে স্থাপিত হয়েছিল?**
উত্তর: ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে।

Teacher's Work

১. **কোন শাসনামলে বাংলা লিপির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়?**
ক পাল আমলে　খ সেন আমলে　গ সুলতানি আমলে　ঘ কোনটি নয়　ক

২. **বাংলা লিপির উৎস কি?** [১৪তম বিসিএস]
ক সংস্কৃত　খ চীনা লিপি　গ আরবি লিপি　ঘ ব্রাহ্মী লিপি　ঘ

৩. **কোন যুগে বাংলা লিপি ও অক্ষরের গঠনকার্য শুরু হয়-**
ক পাল যুগে　খ সেন যুগে　গ পাঠান যুগে　ঘ মোঘল যুগে　খ

ধ্বনি ও বর্ণ

ধ্বনি

- মানুষের মুখ নিঃসৃত অর্থবোধক আওয়াজই ধ্বনি।
- ভাষার ক্ষুদ্রতম একককে ধ্বনি বলে। ভাষার মূল উপাদান ধ্বনি। ধ্বনি শব্দের একক।
- কোনো ভাষার বাক্ প্রবাহকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা কতগুলো মৌলিক ধ্বনি পাই।
- মানুষের বাক্‌প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ কণ্ঠনালি, মুখবিবর, জিহ্বা, আলজিভ, কোমলতালু, শক্ত তালু, দাঁত, মাড়ি, চোয়াল, ফুসফুস, নাক, ঠোঁট ইত্যাদির সাহায্যে উচ্চারিত আওয়াজকে 'ধ্বনি' বলে।
- বাংলা ভাষায় ৩৭টি মৌলিক ধ্বনি রয়েছে। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনি সংখ্যা ৪১টি।

বর্ণ

- ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বলা হয় বর্ণ। বর্ণের সাহায্যে মুখ নিঃসৃত ধ্বনিকে লিখে প্রকাশ করা হয়।
- শব্দের গঠনগত একক বর্ণ।
- একটি ধ্বনিতে একটি প্রতীক বা বর্ণ থাকে।
- 'ধ্বনি দিয়ে আঁট বাঁধা শব্দই ভাষার ইট।'- এখানে ইট হচ্ছে বর্ণ।

অক্ষর

- এক প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনিসমষ্টির নাম অক্ষর (Syllable)। কোনো শব্দে যখন যে ধ্বনিসমষ্টি একই সময়ে একত্রে উচ্চারিত হয়, তাকে অক্ষর বলে। অক্ষর শব্দের অংশ। যেমন: বন্ধন শব্দের বন্ + ধন্- এ দুটো অক্ষর। কিন্তু ব্ - ন্ - ধ্ - ন্- এগুলো অক্ষর নয়; এগুলো বর্ণ বা হরফ।
- অক্ষর উচ্চারণের কাল পরিমাণকে মাত্রা বলে।

বাংলা বর্ণমালা

- যে-কোনো ভাষায় ব্যবহৃত লিখিত বর্ণসমষ্টিকে সে ভাষার বর্ণমালা (alphabet) বলা হয়।
- বাংলা বর্ণমালায় মোট পঞ্চাশটি (৫০টি) বর্ণ রয়েছে। তার মধ্যে স্বরবর্ণ এগারোটি (১১টি) এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ঊনচল্লিশটি (৩৯টি)।
- আধুনিক বাংলা ভাষায় মোট ৪৫টি বর্ণের পূর্ণরূপ ব্যবহৃত হয়।

প্রকার	বর্গ	বর্ণ		মোট
স্বরবর্ণ	অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ			১১টি
ব্যঞ্জনবর্ণ	ক-বর্গ	ক খ গ ঘ ঙ	৫টি	৩৯টি
	চ-বর্গ	চ ছ জ ঝ ঞ	৫টি	
	ট-বর্গ	ট ঠ ড ঢ ণ	৫টি	
	ত-বর্গ	ত থ দ ধ ন	৫টি	
	প-বর্গ	প ফ ব ভ ম	৫টি	
		য র ল	৩টি	
		শ ষ স হ	৪টি	
		য় ড় ঢ় ৎ	৪টি	
		ং ঃ ঁ	৩টি	
সর্বমোট বর্ণ				৫০টি

ধ্বনির শুদ্ধ উচ্চারণ

ধ্বনি	উচ্চারণ	ধ্বনি	উচ্চারণ
অ	স্বরে-অ/স্বর-অ	ই	হ্রস্ব ই
আ	স্বরে-আ/স্বর-আ	ঈ	দীর্ঘ ঈ
ঋ	রি	ঐ	ওই
ঔ	ওউ	ঙ	উঁয়ো/উঁঅ
ঞ	ইঁয়ো/ইঁঅ	জ	বর্গীয় জ
ণ	মূর্ধন্য ণ	ন	দন্ত্য ন
য	অন্তঃস্থ য	শ	তালব্য শ
ষ	মূর্ধন্য ষ	স	দন্ত্য স
য়	অন্তঃস্থ অ	ড়	ড-য়ে বিন্দু র
ঢ়	ঢ-য়ে বিন্দু র	ৎ	খণ্ড-ত
ং	অনুস্বার	ঃ	বিসর্গ

বর্ণের মাত্রা

- বর্ণের ওপরের রেখাকে বর্ণের মাত্রা বলে।
- মাত্রার উপর ভিত্তি করে বাংলা বর্ণসমূহ তিনভাগে ভাগ করা যায়।

বর্ণ	মোট	বর্ণ	সংখ্যা
মাত্রাহীন	১০টি	স্বরবর্ণ	৪টি (এ, ঐ, ও, ঔ)
		ব্যঞ্জনবর্ণ	৬টি (ঙ, ঞ, ৎ, ং ঃ, ঁ)
অর্ধমাত্রা	৮টি	স্বরবর্ণ	১টি (ঋ)
		ব্যঞ্জনবর্ণ	৭টি (খ, গ, ণ, থ, ধ, প, শ)
পূর্ণমাত্রা	৩২টি	স্বরবর্ণ	৬টি (অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ)
		ব্যঞ্জনবর্ণ	২৬টি

Teacher's Work

১. **বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাবিহীন বর্ণের সংখ্যা কয়টি?** [১৮তম বিসিএস/জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (NSI)-এর ফিল্ড অফিসার : ২০১৭/পল্লী উন্নয়ন বোর্ড-এর মাঠকর্মী- ২০১৪]
ⓚ এগারোটি ⓚ নয়টি ⓖ দশটি ⓖ আটটি — গ

২. **বাংলা বর্ণমালায় ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা কয়টি?** [নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের সিনিয়র স্টাফ নার্স- ২০২১; পরিসংখ্যান ব্যুরোর জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী -২০২০]
ক) ৩৫টি খ) ৩৭টি গ) ৩৯টি ঘ) ৪১টি — গ

৩. **বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাহীন বর্ণ কয়টি?** [প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ: ২০১৯]
ক) ৭টি খ) ৮টি গ) ৯টি ঘ) ১০টি — ঘ

৪. **বর্ণ হচ্ছে—** [১৪তম বিসিএস; প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক- ২০১৫]
ক) শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশ খ) এক সঙ্গে উচ্চারিত ধ্বনিগুচ্ছ
গ) ধ্বনি নির্দেশক প্রতীক ঘ) ধ্বনির শ্রুতিগ্রাহ্য রূপ — গ

ধ্বনির শ্রেণিবিভাগ

বাংলা ভাষায় ৩৭টি মৌলিক ধ্বনি রয়েছে। বাংলা ভাষার মৌলিক ধ্বনিগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়।
যথা: ১ স্বরধ্বনি, ২. ব্যঞ্জনধ্বনি।
মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি: [অ], [আ], [অ্যা],ই], [এ], [ও], [উ]।
মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি ৩০টি:
ক,খ,গ,ঘ,ঙ,চ,ছ,জ,ঝ,ট,ঠ,ড,ঢ,ত,থ,দ,ধ,ন,প,ফ,ব,ভ,ম,র,ল,শ,স,হ,ড়,ঢ়।

স্বরধ্বনি

যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস তাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও কোনো বাধা পায় না, তাদেরকে বলা হয় স্বরধ্বনি (Vowel sound)। যেমন: অ, আ, ই, উ ইত্যাদি। বাংলা ভাষায় স্বরধ্বনি এগারোটি (১১টি)।

স্বরধ্বনির প্রকারভেদ:

- উচ্চারণকালে সময়ের স্বল্পতা ও দৈর্ঘ্য অনুসারে স্বরধ্বনিকে দুই ভাগ করা হয়। যথা:
  ১. **হ্রস্ব স্বর:** অ, ই, উ, ঋ (৪টি)
  ২. **দীর্ঘ স্বর:** আ ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ (৭টি)।
- উচ্চারণের সময়ে মুখের ভিতরে জিভের অবস্থান বিবেচনা করে স্বরধ্বনিকে আবার তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথা: মৌলিক স্বরধ্বনি, যৌগিক স্বরধ্বনি ও অর্ধস্বরধ্বনি।
- **মৌলিক স্বরধ্বনি:** যে স্বরধ্বনিকে বিশ্লেষণ করা যায় না তা-ই মৌলিক স্বরধ্বনি। বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি। যথা: অ, আ, ই, উ, এ, অ্যা এবং ও। **ধ্বনিতত্ত্ববিদ মুহম্মদ আবদুল হাই বাংলা মূল স্বরধ্বনির তালিকায় নতুন 'অ্যা' ধ্বনি প্রতিষ্ঠা করেন।**
- **যৌগিক স্বরধ্বনি:** পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি থাকলে দ্রুত উচ্চারণের সময় তা একটি সংযুক্ত স্বরধ্বনি রূপে বা একাক্ষর হিসেবে উচ্চারিত হয়, এরূপে একসঙ্গে উচ্চারিত দুটো মিলিত স্বরধ্বনিকে যৌগিক স্বরধ্বনি বলা হয়। অর্থাৎ একই সঙ্গে উচ্চারিত দুইটি মিলিত স্বরধ্বনিকে যৌগিক স্বর বলে। **বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনি মোট ২৫ টি।**
- **অর্ধস্বরধ্বনি (Semi Vowel):** যেসব স্বরধ্বনি পুরোপুরি উচ্চারিত হয় না, সেগুলোকে অর্ধস্বরধ্বনি বলে। অর্ধস্বরধ্বনি নিজে পূর্ণ অক্ষর গঠন করতে পারে না, কিন্তু অক্ষর গঠনে সহায়তা করে। অর্ধস্বরধ্বনি উচ্চারণ প্রক্রিয়ার দিক থেকে স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যবর্তী বলা যায়। অর্থাৎ এগুলো উচ্চারণের সময় স্বর ও ব্যঞ্জন উভয় ধ্বনির প্রকৃতি গ্রহণ করে থাকে। **চার্লস ফার্গুসন ও মুনীর চৌধুরী বাংলায় চারটি অর্ধস্বরধ্বনির উল্লেখ করেছেন।** যথা: ই, এ (য়), ও এবং উ।
  বাংলা ভাষায় অর্ধস্বরধ্বনি চারটি: [ই̯], [উ̯], [এ̯] এবং [ও̯]। স্বরধ্বনি উচ্চারণ করার সময়ে টেনে দীর্ঘ করা যায়, কিন্তু অর্ধস্বরধ্বনিকে কোনোভাবেই দীর্ঘ করা যায় না। যেমন: 'চাই' শব্দে দুটি স্বরধ্বনি আছে: [আ] এবং [ই̯]। এখানে [আ] হলো পূর্ণ স্বরধ্বনি, [ই̯] হলো অর্ধস্বরধ্বনি। একইভাবে 'লাউ' শব্দে দুটি স্বরধ্বনি আছে; [আ] এবং [উ̯]। এখানে [আ] হলো পূর্ণ স্বরধ্বনি, [উ̯] হলো অর্ধস্বরধ্বনি। এছাড়া মই, যায়, যাও এবং ঢেউ শব্দে অর্ধস্বরধ্বনি রয়েছে।
- **অনুনাসিক স্বরধ্বনি:** মৌলিক স্বরধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময় বায়ু শুধু মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। এ সময়ে কোমলতালু স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। কিন্তু ধ্বনিগুলো উচ্চারণের সময়ে কোমলতালু খানিকটা নিচে নেমে গেলে কিছুটা বায়ু নাক দিয়েও বের হয়। এর ফলে ধ্বনিগুলো অনুনাসিক হয়ে যায়। স্বরধ্বনির এই অনুনাসিকতা বোঝাতে বাংলা স্বরবর্ণের উপরে চন্দ্রবিন্দু (ঁ) ব্যবহৃত হয়।
  অনুনাসিক স্বরধ্বনি: [ইঁ], [এঁ], [অ্যাঁ], [আঁ], [অঁ], [ওঁ], [উঁ]
- **নিলীন বা লীন বর্ণ:** নিলীন অর্থ বিলীন বা নিমগ্ন থাকা। 'অ' যখন কোনো ব্যঞ্জনবর্নের সাথে যুক্ত থাকে তখন তা ঐ ব্যঞ্জনের ভেতর বিলীন বা একাকার হয়ে যায়। 'অ' একটি লীন বর্ণ।
- **দ্বিস্বরধ্বনি:** পূর্ণ স্বরধ্বনি ও অর্ধস্বরধ্বনি একত্রে উচ্চারিত হলে দ্বিস্বরধ্বনি হয়। যেমন: 'লাউ' শব্দের [আ] পূর্ণ স্বরধ্বনি এবং [উ̯] অর্ধস্বরধ্বনি মিলে দ্বিস্বরধ্বনি [আউ̯] তৈরি হয়েছে। দ্বিস্বরধ্বনির কিছু উদাহরণ:

[আই̯]	তাই, নাই	[অএ̯]	নয়, হয়
[এই̯]	সেই, নেই	[ওউ̯]	মৌ, বউ
[আও̯]	যাও, দাও	[ওই̯]	কই, দই
[আএ̯]	খায়, যায়	[এউ̯]	কেউ, ঘেউ
[উই̯]	দুই, রুই		

- **বাংলা বর্ণমালায় দুটি দ্বিস্বরধ্বনির জন্য আলাদা বর্ণ নির্ধারিত আছে, যথা: ঐ (ও + ই) এবং ঔ (ও + উ)। অন্য যৌগিক স্বরের চিহ্ন স্বরুপ কোনো বর্ণ নেই।** ঐ-এর মধ্যে দুটি ধ্বনি আছে, একটি পূর্ণ স্বরধ্বনি [ও] এবং একটি অর্ধস্বরধ্বনি [ই̯]। একইভাবে ঔ-এর মধ্যে রয়েছে একটি পূর্ণ স্বরধ্বনি [ও] এবং একটি অর্ধস্বরধ্বনি [উ̯]।
- উচ্চারণের সময়ে জিভ কতটা উপরে ওঠে বা কতটা নিচে নামে সেই অনুযায়ী স্বরধ্বনি চার ভাগে বিভক্ত: **উচ্চ স্বরধ্বনি, উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনি, নিম্ন-মধ্য স্বরধ্বনি ও নিম্ন স্বরধ্বনি।** উচ্চ স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভ উপরে ওঠে; নিম্ন স্বরধ্বনির উচ্চারণের সময়ে জিভ নিচে নামে।
- জিভের সম্মুখ-পশ্চাৎ অবস্থান অনুযায়ী স্বরধ্বনি তিন ভাগে বিভক্ত: **সম্মুখ স্বরধ্বনি, মধ্য স্বরধ্বনি ও পশ্চাৎ স্বরধ্বনি।** সম্মুখ স্বরধ্বনির বেলায় জিভ সামনের দিকে উঁচু বা নিচু হয়; পশ্চাৎ স্বরধ্বনির বেলায় জিভ পিছনের দিকে উঁচু বা নিচু হয়।
- স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট কতটুকু খোলা বা বন্ধ থাকে অর্থাৎ কী পরিমাণ উন্মুক্ত হয়, তার ভিত্তিতে স্বরধ্বনি চার ভাগে বিভক্ত: **সংবৃত, অর্ধ-সংবৃত, অর্ধ-বিবৃত ও বিবৃত।**
- **বিবৃত স্বরধ্বনি: যে স্বরধ্বনি উচ্চারণে মুখবিবর পুরোপুরি প্রসারিত হয় তাকে বিবৃত স্বরধ্বনি বলে।** সংবৃত স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট কম খোলে। বিবৃত স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট বেশি খোলে। **বাংলায় আ-ধ্বনি একটি বিবৃত স্বর। এটি নিম্ন বিবৃত স্বর।** এ উচ্চারণ হ্রস্ব ও দীর্ঘ দু-ই হতে পারে।

বাংলা স্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণ নিচের ছকে দেখানো হলো:

জিভের উচ্চতা	জিভের অবস্থান			ঠোঁটের উন্মুক্তি
	সম্মুখ	মধ্য	পশ্চাৎ	
উচ্চ	ই		উ	সংবৃত
উচ্চ-মধ্য	এ		ও	অর্ধ-সংবৃত
নিম্ন-মধ্য	অ্যা		অ	অর্ধ-বিবৃত
নিম্ন		আ		বিবৃত

উচ্চারণের স্থান অনুযায়ী স্বরধ্বনিগুলোকে নিম্নলিখিতরূপে ভাগ করা যায়:

উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী নাম	স্বরবর্ণ
কণ্ঠ বা জিহ্বামূলীয় বর্ণ	অ, আ
তালব্য বর্ণ	ই, ঈ
মূর্ধন্য বর্ণ	ঋ
ওষ্ঠ্য বর্ণ	উ, ঊ
কণ্ঠতালব্য বর্ণ	এ, ঐ
কণ্ঠোষ্ঠ্য বর্ণ	ও, ঔ

ব্যঞ্জনধ্বনি

যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস তাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও না কোথাও কোনো প্রকার বাধা পায় কিংবা ঘর্ষণ লাগে, তাদেরকে বলা হয় ব্যঞ্জনধ্বনি (Consonant sound)। অর্থাৎ যে সকল ধ্বনি স্বরধ্বনির সাহায্য ছাড়া স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হতে পারে না তাদেরকে বলা হয় ব্যঞ্জনধ্বনি। বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি।

ব্যঞ্জনধ্বনির প্রকারভেদ:

➲ **স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি বা স্পর্শধ্বনি বা বর্গীয় ধ্বনি:** যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে দুটি বাক্‌প্রত্যঙ্গ পরস্পরের সংস্পর্শে এসে বায়ুপথে বাধা তৈরি করে, সেগুলোকে স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন বলে। এগুলো স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনি নামেও পরিচিত। মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর মতে, ক থেকে ম পর্যন্ত পঁচিশটি ধ্বনিকে স্পর্শধ্বনি বা স্পর্শব্যঞ্জন বা স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন বলে। এই পঁচিশটি স্পর্শধ্বনিকে উচ্চারণ স্থানের দিক থেকে পাঁচটি বর্গ বা গুচ্ছে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি গুচ্ছের প্রথম ধ্বনিটির নামানুসারে সে গুচ্ছের সব ধ্বনিকে বলা হয় ঐ বর্গীয় ধ্বনি। নবম-দশম শ্রেণির নতুন ব্যাকরণে প্রতিটি বর্গের শেষ বর্ণকে বাদ দিয়ে ২০টি বর্ণকে স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি বলা হয়েছে।

➲ **উষ্ম ধ্বনি:** যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে দুটি বাক্‌প্রত্যঙ্গ কাছাকাছি এসে নিঃসৃত বায়ুতে ঘর্ষণ সৃষ্টি করে, সেগুলোকে উষ্ম ব্যঞ্জন বলে। **শ, ষ, স, হ- এ চারটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনি উচ্চারণের সময় আমরা শ্বাস যতক্ষণ খুশি রাখতে পারি।** এগুলোকে বলা হয় উষ্ম ধ্বনি। এ বর্ণগুলোকে বলা হয় উষ্ম বর্ণ।
উষ্ম ধ্বনি পূর্বে ছিলো- ৪টি (শ, স, ষ, হ)
বর্তমানে ৩টি (শ, স, হ)
যেমন: শসা, হুংকার শব্দের স, শ, হ উষ্ম ধ্বনির উদাহরণ।

➲ **শিষ ধ্বনি: উষ্ম ধ্বনির মধ্যে স ও শ-কে আলাদাভাবে শিষ ধ্বনিও বলা হয়।** কারণ স, শ উচ্চারণে শ্বাস অনেকক্ষণ ধরে রাখা যায় এবং শিষের মতো আওয়াজ হয়।

➲ **অনুনাসিক বা নাসিক্য ধ্বনি:** বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের প্রতিবর্গের পঞ্চম বর্ণের (৫টি: ঙ, ঞ, ণ, ন, ম) ধ্বনি উচ্চারণের সময় নাক ও মুখ দিয়ে কিংবা কেবল নাক দিয়ে ফুসফুস-তাড়িত বাতাস বের হয় বলে এদের বলা হয় অনুনাসিক বা নাসিক্য ধ্বনি। এগুলোর প্রতীক বা বর্ণকে বলা হয় অনুনাসিক বা নাসিক্য বর্ণ।
যেমন: মা, নতুন, হাঙর শব্দের ম, ন, ঙ, নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি।

➲ **পরাশ্রয়ী ধ্বনি:** ং, ঃ, ঁ, -এ তিনটি বর্ণ স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। তাই এ বর্ণগুলোকে বলা হয় পরাশ্রয়ী বর্ণ।
যেমন: রং, দুঃখ, চাঁদ শব্দের ং, ঃ, ঁ পরাশ্রয়ী ব্যঞ্জনধ্বনি।

➲ **তাড়নজাত/তাড়িত ধ্বনি:** ড়, ঢ়। জিহ্বার উল্টো পিঠের দ্বারা দন্তমূলে দ্রুত আঘাত বা তাড়না করে উচ্চারিত হয় বলে তাড়নজাত ধ্বনি বলে।
যেমন: বাড়ি, বড়ো, মূঢ়, গাঢ়, রাঢ় শব্দের ড়, ঢ় তাড়িত ব্যঞ্জনধ্বনি।

➲ **পার্শ্বিক ধ্বনি:** ল। দু পাশ দিয়ে বায়ু নিঃসৃত হয় বলে পার্শ্বিক ধ্বনি বলে।
যেমন: লাল, লতা, কলরব, ফল, ফসল শব্দের ল পার্শ্বিক ব্যঞ্জনধ্বনি।

➲ **কম্পনজাত/কম্পিত ধ্বনি:** র। জিহ্বাগ্রকে কম্পিত করা হয় বলে এ ধ্বনিকে কম্পনজাত ধ্বনি বলে (তরল ধ্বনি নামেও পরিচিত)।
যেমন: কর, ভার, হার, আরাম, বাজার শব্দের র কম্পিত ব্যঞ্জনধ্বনি।

➲ **ঘর্ষণজাত ধ্বনি:** যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বার অগ্রভাগ চ্যাপ্টা হয়ে তালুতে ঘষে যায় তাকে ঘৃষ্ট বা ঘর্ষণজাত ধ্বনি বলে। চ, ছ, জ, ঝ- এই ৪টি ধ্বনি হলো ঘর্ষণজাত ধ্বনি।

➲ **অন্তঃস্থ ধ্বনি:** য ও ব্‌ এ দুটো বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণ স্থান স্পর্শ ও উষ্মধ্বনির মাঝামাঝি। এজন্য এদের বলা হয় অন্তঃস্থ ধ্বনি।

➲ **ঃ (বিসর্গ):** ঃ (বিসর্গ) হলো অঘোষ 'হ'-এর উচ্চারণে প্রাপ্ত ধ্বনি। কোনো শব্দের মাঝে বিসর্গ (ঃ) থাকলে তার পরবর্তী ব্যঞ্জনের ধ্বনি দ্বিত্ব হয় (অতঃপর/অতোপ্‌পর, দুঃখ/দুক্‌খো)।

➲ **খণ্ড-ত (ৎ):** খণ্ড-ত (ৎ)-কে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে ধরা হয় না। এটি 'ত' বর্ণের হস্‌-চিহ্ন যুক্ত ত্‌-এর রূপভেদ মাত্র।

➲ বাংলা বর্ণমালায় একসময় দুটি 'ব' ছিল। বর্গীয়-ব এবং অন্তঃস্থ-ব্‌ আকৃতি ও উচ্চারণ একই বলে অন্তঃস্থ-ব কে বর্ণমালা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাই এখন 'ব' একটি।

➲ বাংলা বর্ণমালায় চন্দ্রবিন্দু অনুনাসিক স্বরধ্বনির চিহ্ন।

উচ্চরণ স্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগ:

ধ্বনি	বাক্‌প্রত্যঙ্গ	ব্যঞ্জনধ্বনির বর্ণসমূহ
ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন	নিচের ঠোঁট, উপরের ঠোঁট	প, ফ, ব, ভ, ম
দন্ত্য ব্যঞ্জন	জিভের ডগা, উপরের পাটির দাঁত	ত, থ, দ, ধ
দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন	জিভের ডগা, দন্তমূল	ন, র, ল, স
মূর্ধন্য ব্যঞ্জন	জিভের ডগা, মূর্ধা	ট, ঠ, ড, ঢ, ড়, ঢ়
তালব্য ব্যঞ্জন	জিভের সামনের অংশ, শক্ত তালু	চ, ছ, জ, ঝ, শ
কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন/ জিহ্বামূলীয় ব্যঞ্জন	জিভের পেছনের অংশ, নরম তালু	ক, খ, গ, ঘ, ঙ
কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জন	ধ্বনিদ্বারের দুটি পাল্লা, ধ্বনিদ্বার	হাতি শব্দের হ কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ।

উচ্চারণ অনুযায়ী ধ্বনির প্রকারভেদ

অঘোষ ধ্বনি:

যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয় না, ধ্বনিটির উচ্চারণ গাম্ভীর্যহীন ও মৃদু হয় তাকে অঘোষ ধ্বনি বলে। যেমন– ক, খ ইত্যাদি। অঘোষ ধ্বনিকে ইংরেজিতে Unvoiced বলে। বর্গের প্রথম দুই বর্ণ অঘোষ।

ঘোষ ধ্বনি:

যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয় তাকে ঘোষ ধ্বনি বলে। যেমন- গ, ঘ, জ, ঝ, ড, ঢ ইত্যাদি। বর্গের ৩য় ও ৪র্থ ঘোষ বর্ণ।

অল্পপ্রাণ ধ্বনি :

যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের আধিক্য কম থাকে তাকে অল্পপ্রাণ বা স্বল্পপ্রাণ ধ্বনি বলে। যেমন– ক, গ, চ, জ, ট, ড ইত্যাদি। (অল্পপ্রাণ ধ্বনিকে ইংরেজিতে Unaspirated বলে)। বর্গের ১ম ও ৩য় বর্ণ অল্পপ্রাণ ধ্বনি।

মহাপ্রাণ ধ্বনি :

যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের আধিক্য থাকে তাকে মহাপ্রাণ ধ্বনি বলে। যেমন– খ, ঘ, ঝ, ঢ ইত্যাদি। বর্গের ২য় ও ৪র্থ বর্ণ মহাপ্রাণ ধ্বনি।

অঘোষ ধ্বনি		ঘোষ ধ্বনি		
অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	নাসিক্য
ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
শ,ষ,স			হ	

যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি

সংযুক্ত বর্ণ	উদাহরণ	সংযুক্ত বর্ণ	উদাহরণ
ক্ত = ক্ + ত	শক্ত, তিক্ত, তক্তা	ণ্ড = ণ্ + ড	দ-, ঠা-া, ভা-ার
দ্ধ্ব = দ্ + দ + ব	তদ্ধ্বারা	ক্ষ = ক্ + ষ	দীক্ষা, শিক্ষা
দ্ব = দ্ + ব	বিদ্বান	গু = গ্ + উ	সাগু, গুরু, বেগুন
দ্ভ = দ্ + ভ	অদ্ভুদ, উদ্ভিদ	ধ্ব = ধ্ + ব	ধ্বনি, ধ্বংস
ত্ত = ত্ + ত	উত্তম, পত্তন, বিত্ত	শু = শ্ + উ	শুভ্র, শুধু, শুচি
রু = র্ + উ	জরুরি, রুদ্ধ, রুধির	শ্রু = শ্ + র্ + উ	শত্রু, অশ্রু
ন্ড্র = ন্+ ড্ + র	হান্ড্রেড	ত্র = ত্ + র	নেত্রী, নেত্র, পত্র
ন্ত = ন্ + ত	জীবন্ত, উড়ন্ত	স্থ = স্ + থ	স্বাস্থ্য, অবস্থা
ষ্ম = ষ্ + ম	গ্রীষ্ম	ন্ত্র = ন্ + ত্ + র	যন্ত্র
ষ্ণ = ষ্ + ণ	তৃষ্ণা, উষ্ণ	ন্ত্র্য = ন্ + ত্ + র (ফলা) + য (ফলা)	স্বাতন্ত্র্য
দ্ভ্র = দ্ + ভ্ + র	উদ্ভ্রান্ত	ধ্য = ধ্ + য	আরাধ্য
ক্র = ক্ + র	ক্রন্দন, আক্রমণ, চক্রান্ত	জ্ঞ = জ্ + ঞ	সজ্ঞান, বিজ্ঞান, সংজ্ঞা
ত্থ= ত্ + থ	উত্থিত, উত্থান	দ্ম = দ + ম	ছদ্ম, পদ্মা
দ্ধ = দ্ + ধ	বদ্ধ, যুদ্ধ, সমৃদ্ধি	দ্য = দ + য	বাদ্য, দারিদ্র্য

সংযুক্ত বর্ণ	উদাহরণ	সংযুক্ত বর্ণ	উদাহরণ
হ্ণ = হ্ + ণ	অপরাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ	দ্র = দ্ + র	রুদ্র, ভদ্র
হ্ন = হ্ + ন	নিশ্চিহ্ন, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন	রূ = র্ + ঊ	রূপসা, রূপ, রূপসী
হ্ম = হ্ + ম	ব্রাহ্মসমাজ, ব্রহ্মচর্য	ন্থ = ন্ +থ	গ্রন্থ, পন্থা
ভ্রূ = ভ্+র্+ঊ	ভ্রূণ	ব্ধ = ব্ + ধ	লব্ধ, স্তব্ধ
ভ্রু = ভ্ + র্ + উ	ভ্রুকুটি	ষ্ম = ষ্ + ম	গ্রীষ্ম, উষ্ম
ঞ্জ = ঞ্ + জ	অঞ্জনা, গঞ্জ	ন্থ = ন্ + থ	মন্থর, গ্রন্থ
ট্ট = ট্ + ট	ভট্টশালী, অট্টালিকা, চট্টগ্রাম	ণ্ঠ = ণ্ + ঠ	লুণ্ঠন, কণ্ঠ
ন্ধ = ন্ + ধ	সন্ধ্যা, অন্ধ, বন্ধু	ঙ্ক্ষ= ঙ্+ক্+ষ্	আকাঙ্ক্ষা, আকাঙ্ক্ষিত
ক্ত = ক্ + ত	শক্ত, রক্ত, ভক্ত	ণ্ট = ণ্ + ট	কণ্টক, ঘণ্টা

স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির সংক্ষিপ্ত রূপ

কার:

স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কার বলে। অন্যভাবে স্বরবর্ণ সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হলে তাকে বলে 'কার'। এদের নামকরণ করা হয় স্বরবর্ণের নামানুসারে।

বাংলা কার মোট ১০টি। অ-ধ্বনির সংক্ষিপ্ত রূপ নেই।

কারের নাম	উদাহরণ	কারের নাম	উদাহরণ
আ-কার (া)	বাবা	ঋ-কার (ৃ)	কৃপণ
ই-কার (ি)	নানি	এ-কার (ে)	নেতা
ঈ-কার (ী)	প্রাণী	ঐ-কার (ৈ)	শৈবাল
উ-কার (ু)	বুবু	ও-কার (ো)	খোকা
ঊ-কার (ূ)	মূল্য	ঔ-কার (ৌ)	কৌতূহল

ফলা:

ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে বলা হয় ফলা। ফলা সংযুক্তির ফলে বর্ণের আকার পরিবর্তন হয়। বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণে ফলা ৬টি। যথা–

ক্রমিক নং	ফলার নাম	ব্যবহার	উদাহরণ	আরও কিছু শব্দ
১.	ব- ফলা (ব)	ম + ব = ম্ব	সম্বল	বাল্ব, বিম্ব, লম্ব
২.	র-ফলা (র)	ভ + র = ভ্র	ভ্রাতা	ত্রাতা, রাষ্ট্র
৩.	য -ফলা (্য)	হ + য = হ্য	সহ্য	অত্যন্ত, বাহ্যিক
৪.	ন-ফলা (ন) ণ - ফলা (ণ)	হ + ন = হ্ন হ + ণ = হ্ণ	মধ্যাহ্ন/ অপরাহ্ণ	রত্ন, কৃষ্ণ, বিষ্ণু পূর্বাহ্ণ
৫.	ম-ফলা (ম)	দ + ম = দ্ম	পদ্মা	তন্ময়, আত্মা
৬.	ল-ফলা (ল)	ম + ল = ম্ল	অম্ল	ক্লান্ত

এক কথায় উত্তর

১. ভাষার ক্ষুদ্রতম একক কী?
উত্তর: ধ্বনি ।

২. বাংলা বর্ণমালায় মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি?
উত্তর: ৭টি ।

৩. বাংলা বর্ণমালায় অর্ধমাত্রার বর্ণ কতটি?
উত্তর: ৮টি ।

৪. ভাষার মূল উপাদান কী?
উত্তর: ধ্বনি ।

৫. কোন ভাষার বাক্ প্রবাহকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে কী পাই?
উত্তর: মৌলিক ধ্বনি ।

৬. বাংলা ভাষায় মৌলিক ধ্বনি কয়টি?
উত্তর: ৩৭টি ।

৭. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনি সংখ্যা কত?
উত্তর: ৪১টি ।

৮. ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে কী বলে?
উত্তর: বর্ণ ।

৯. এক প্রয়াসের উচ্চারিত ধ্বনিসমষ্টির নাম কী?
উত্তর: অক্ষর ।

১০. 'অক্ষর' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: অংশ ।

১১. অক্ষর উচ্চারণের কাল পরিমাণকে কী বলে?
উত্তর: মাত্রা ।

১২. মাত্রাহীন বর্ণ কয়টি?
উত্তর: ১০টি ।

১৩. পূর্ণমাত্রা বর্ণ কয়টি?
উত্তর: ৩২টি ।

১৪. বাংলা বর্ণ মোট কয়টি?
উত্তর: ৫০টি ।

১৫. ব্যঞ্জনবর্ণ কয়টি?
উত্তর: ৩৯টি ।

১৬. বাংলা ভাষায় মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনির সংখ্যা কত?
উত্তর: ৩০টি ।

১৭. সংস্কৃত প্রয়োগ অনুসারে বাংলা বর্ণমালায় 'ঋ' কোন বর্ণের মধ্যে রক্ষিত?
উত্তর: স্বরবর্ণ ।

১৮. 'ম' বর্ণ উচ্চারিত হয় কোন স্থান থেকে?
উত্তর: ওষ্ঠ্য থেকে ।

১৯. 'ঔ' কোন ধরনের স্বরধ্বনি?
উত্তর: যৌগিক স্বরধ্বনি ।

২০. জিভের উচ্চতা অনুযায়ী নিম্ন-মধ্য স্বরধ্বনি কোনগুলো?
উত্তর: অ্যা, অ ।

২১. বাংলায় নাসিক্য ধ্বনি ক'টি?
উত্তর: পাঁচটি ।

২২. বাংলা স্বরধ্বনিতে মোট কয়টি মৌলিক স্বর আছে?
উত্তর: ৭টি ।

২৩. বাংলায় স্বরধ্বনি আছে-
উত্তর: এগারটি ।

২৪. বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ কয়টি?
উত্তর: ৩৯টি ।

২৫. বাংলা স্বরধ্বনিতে কয়টি হ্রস্বস্বর আছে?
উত্তর: ৪টি ।

২৬. বাংলা বর্ণমালায় স্বরবর্ণ কয়টি?
উত্তর: ১১টি ।

২৭. কোন দুটি স্বরের মিলিত ধ্বনিতে 'ঐ' সৃষ্টি হয়?
উত্তর: অ + ই ।

২৮. 'জ' হলো-
উত্তর: তালব্য বর্ণ ।

২৯. 'ধ্বনি দিয়ে আঁট বাধা শব্দই ভাষার ইট' - এই 'ইট' কে বাংলা ভাষায় কী বলে?
উত্তর: বর্ণ ।

৩০. 'ক্ষ' বর্ণটির বিশ্লেষণ হল-
উত্তর: ক্ + ষ ।

৩১. 'ষ্ণ' যুক্ত বর্ণটি ভাঙলে কোন দুটি বর্ণ পাওয়া যায়?
উত্তর: ষ্ + ণ ।

৩২. শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশকে বলা হয়-
উত্তর: বর্ণ ।

৩৩. অর্থবোধক ধ্বনিকে বলা হয়-
উত্তর: শব্দের ক্ষুদ্রতম একক ।

৩৪. বাংলা ভাষায় 'ঞ'-হরফটির উচ্চারণ কত প্রকারের হয়?
উত্তর: দুই ।

৩৫. বাংলা ব্যাকরণে পরাশ্রয়ী বর্ণযুক্ত শব্দ কোনগুলো?
উত্তর: রং, চাঁদ, দুঃখ ইত্যাদি ।

৩৬. দুটি মৌলিক স্বরবর্ণ যোগে যে অক্ষর সৃষ্টি হয় তাকে কী বলে?
উত্তর: যৌগিক স্বর ।

৩৭. 'ড়' এবং 'ঢ়' ধ্বনিগুলোকে বলে-
উত্তর: তাড়নজাত ।

৩৮. স্বরধ্বনির মধ্যে কোন দুটি মূল স্বরধ্বনি নয়?
উত্তর: ঐ, ঔ ।

৩৯. জ্ঞ - যুক্তবর্ণটি কোন্ কোন্ বর্ণের মিলনে গঠিত হয়?
উত্তর: জ + ঞ ।

৪০. **পাশাপাশি দু'টো স্বরধ্বনি একাক্ষর হিসেবে উচ্চারিত হলে তাকে কী বলে?**
উত্তর: যৌগিক স্বরধ্বনি ।

৪১. **বাক্যের ক্ষুদ্রতম একক-**
উত্তর: শব্দ ।

৪২. **বাঙালি শিশুরা কোন বর্গের ধ্বনিগুলো আগে শেখে?**
উত্তর: প-বর্গের তাড়নজাত ব্যঞ্জনধ্বনি ড়, ঢ় ।

৪৩. **ভাষার মূল উপকরণ কী?**
উত্তর: ধ্বনি ।

৪৪. **'অ এবং আ' এর উচ্চারণ স্থান-**
উত্তর: কণ্ঠ ।

৪৫. **'হ্ন' এই যুক্ত ব্যঞ্জনে কোন কোন বর্ণ আছে?**
উত্তর: হ্ + ন ।

৪৬. **'রক্ষা' শব্দের সংযুক্ত বর্ণ কোন কোন বর্ণ নিয়ে গঠিত?**
উত্তর: ক + ষ ।

৪৭. **বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ কতটি বর্গে ভাগ করা হয়েছে?**
উত্তর: পাঁচ ।

৪৮. **'মই' কথাটির ই-কে কী বলে?**
উত্তর: অর্ধস্বর ।

৪৯. **'ঙ' ধ্বনিটির সঠিক উচ্চারণ-**
উত্তর: উঁয়ো ।

৫০. **'খণ্ডত' (ৎ) প্রকৃত প্রস্তাবে কোন বর্ণের খণ্ড রূপ?**
উত্তর: ত ।

৫১. **চ-বর্গীয় ধ্বনির আগে কোনটি ব্যবহৃত হয়?**
উত্তর: ঞ ।

Teacher's Work

১. **নিম্নবিবৃত স্বরধ্বনি কোনটি?** [৪৩তম বিসিএস]
(ক) আ (খ) ই (গ) এ (ঘ) অ্যা — (ক)

২. **ব্যঞ্জন ধ্বনির সংক্ষিপ্তরূপকে বলে– [৪১তম বিসিএস;** রাবি ভর্তি পরীক্ষা: ২০১৫-১৬]
(ক) রেফ (খ) হসন্ত (গ) কার (ঘ) ফলা — (ঘ)

৩. **'হ্ম' যুক্তবর্ণটি কীভাবে গঠিত হয়েছে?** [৩৮তম বিসিএস; ২৩ বিসিএস]
(ক) হ্+ম (খ) ক্+ষ (গ) ষ্+ম (ঘ) ম্+হ — (ক)

৪. **বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি?** [৩৮তম বিসিএস; ৩৫ তম বিসিএস]
(ক) ৭টি (খ) ৮টি (গ) ৬টি (ঘ) ১১টি — (ক)

৫. **বাংলায় বর্গীয় ধ্বনি কয়টি?** [ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রোগ্রামার: '১৯]
(ক) ১০টি (খ) ১৫টি (গ) ২০টি (ঘ) ২৫টি — (ঘ)

৬. **বর্গের কোন বর্ণসমূহের ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনি?** [৩৭তম বিসিএস]
(ক) তৃতীয় বর্ণ (খ) দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ (গ) প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ (ঘ) দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ণ — (খ)

৭. **ধ্বনির প্রতীককে কী বলে?**
(ক) শব্দ (খ) বর্ণ (গ) বাক্য (ঘ) অনুসর্গ — (খ)

৮. **ভাষার মূল উপাদান/ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে-**
(ক) বর্ণ (খ) শব্দ (গ) ধ্বনি (ঘ) বাক্য — (গ)

৯. **বাংলা বর্ণমালায় কতটি বর্ণ আছে/ বাংলা বর্ণমালয় কয়টি অসংযুক্ত বর্ণ আছে?**
(ক) ৪৭ (খ) ৪৮ (গ) ৪৯ (ঘ) ৫০ — (ঘ)

Unique Question for Student Practice

১. ভাষা কী?
ক শব্দের উচ্চারণ খ ধ্বনির উচ্চারণ
গ বাক্যের উচ্চারণ ঘ ভাবের উচ্চারণ **ঘ**

২. নির্দিষ্ট পরিবেশে মানুষের ভাব প্রকাশের প্রতীক কোনটি?
ক ভাষা খ শব্দ
গ ধ্বনি ঘ বাক্য **ক**

৩. প্রত্যেক ভাষারই চারটি মৌলিক অংশ হলো-
ক ধ্বনি, শব্দ, বাক্য, অর্থ খ ধ্বনি, শব্দ, বর্ণ
গ শব্দ, বাক্য, সমাস ঘ উপসর্গ, অনুসর্গ, শব্দ **ক**

৪. দেশ-কাল পরিবেশ ভেদে কিসের পার্থক্য ঘটে?
ক ধ্বনির খ ভাষার
গ অর্থের ঘ শব্দের **খ**

৫. বাংলা ভাষার মৌলিক রূপ কয়টি/বাংলা ভাষারীতির কয়টি রূপ?
ক ২ খ ৩
গ ৪ ঘ ৬ **ক**

৬. 'সাধুভাষা' পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেন-
ক রাজা মনিমোহন রায় খ রাজা রামমোহন রায়
গ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ অক্ষয় কুমার দত্ত **খ**

৭. কোনটি চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্য?
ক গাম্ভীর্য
খ ব্যাকরণ অনুসরণ করে চলে
গ তৎসম শব্দের বহুল ব্যবহার
ঘ প্রমিত উচ্চারণ **ঘ**

৮. কোন লেখক চলিত ভাষাকে মান ভাষারূপে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আন্দোলন করেছিলেন?
ক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
গ প্রমথ চৌধুরী ঘ বুদ্ধদেব বসু **গ**

৯. "যে কথা একবার জমিয়ে বলা গিয়েছে, তাহার পর আর ফেনাইয়া ব্যাখ্যা করা চলে না।" চলতি ভাষায় এ বাক্যে ভুল সংখ্যা কয়টি?
ক ২ খ ৩
গ ৪ ঘ ৫ **গ**

১০. "যে শাস্ত্র জানিলে বাঙ্গালা ভাষা শুদ্ধরূপে লিখিতে, পড়িতে ও বলিতে পারা যায়, তাহার নাম বাঙ্গালা ব্যাকরণ।"-এ সংজ্ঞাটি কার?
ক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ ড. এনামুল হক ঘ ড. সুকুমার সেন **ক**

১১. সাধু ভাষার সঙ্গে 'ঙ্গ' এর স্থলে চলিত ভাষায় কোন কোমল রূপ ব্যবহার হয়?
ক ং খ ঙ
গ গ ঘ ঞ **খ**

১২. ব্যাকরণ শব্দের ব্যুৎপত্তি কোনটি?
ক বি+আ+√কৃ+অন খ ব্য+আ+কৃ+√অন
গ বৃ+কৃ+অন ঘ ব্যা+ক+রন **ক**

১৩. ব্যাকরণ ভাষাকে কী নির্দেশ করে?
ক ভাষাকে চলতে খ ভাষাকে শাসন করে
গ ভাষাকে বলতে ঘ ভাষাকে বর্ণনা করে **ঘ**

১৪. বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণবিদ কে ছিলেন?
ক ম্যানুয়েল দ্য আসসুম্পসাঁও
খ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ ড. সুকুমার সেন
ঘ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ **ক**

১৫. 'ব্যাকরণ মঞ্জরী' কার লেখা?
ক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ ড. মুহম্মদ এনামুল হক
গ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঘ. মুহাম্মদ আব্দুল হাই **খ**

১৬. প্রথম বাংলা 'থিসরাস' বা সমার্থক শব্দের অভিধান সংকলন করেন-
ক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ মুহম্মদ এনামুল হক
গ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ঘ জগন্নাথ চক্রবর্তী **গ**

১৭. বাংলা একাডেমির 'বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' সম্পাদনা কে করেন?
ক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ মুহম্মদ এনামুল হক
গ মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন ঘ মুহম্মদ আবদুল হাই **ক**

১৮. বাংলা একাডেমির ইংরেজি-বাংলা অভিধানের প্রধান সম্পাদক কে?
ক ড. আনিসুজ্জামান খ নরেন বিশ্বাস
গ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ঘ আবু ইসহাক **গ**

১৯. 'Morphology' বঙ্গানুবাদ হল-
ক রূপতত্ত্ব খ ধ্বনিতত্ত্ব
গ অর্থতত্ত্ব ঘ বাক্যতত্ত্ব **ক**

২০. রূপতত্ত্বের অপর নাম কী?
ক বাক্যতত্ত্ব খ পদক্রম
গ ধ্বনিতত্ত্ব ঘ শব্দতত্ত্ব **ঘ**

২১. বাংলা ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ত্ব অংশে কোন বিষয়টি আলোচনা করা হয়?
ক সন্ধি খ সমাস
গ কার ঘ প্রত্যয় **ক**

২২. 'ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব' বিধান ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?
ক বাক্যতত্ত্ব খ ধ্বনিতত্ত্ব
গ অভিধানতত্ত্ব ঘ রূপতত্ত্ব **খ**

২৩. ক্রিয়ামূল, ক্রিয়ার কাল ও পুরুষ ইত্যাদি ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?
ক ধ্বনিতত্ত্ব খ রূপতত্ত্ব
গ বাক্যতত্ত্ব ঘ পদভ্রম **খ**

২৪. ব্যাকরণের কোন অংশে 'কারক' সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়?
ক ধ্বনিতত্ত্বে খ অর্থতত্ত্বে
গ বাক্যতত্ত্বে ঘ রূপতত্ত্বে **গ**

২৫. বচন, লিঙ্গ, পুরুষ ইত্যাদি আলোচিত হয়-
ক বাক্যতত্ত্ব খ রূপতত্ত্ব
গ অর্থতত্ত্ব ঘ ধ্বনিতত্ত্ব **খ**

২৬. প্রকৃতি ও প্রত্যয় বাংলা ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?
ক বাক্যতত্ত্ব খ রূপতত্ত্ব
গ অর্থতত্ত্ব ঘ ধ্বনিতত্ত্ব খ

২৭. 'বাগধারা' ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?
ক ধ্বনিতত্ত্বে খ অর্থতত্ত্বে
গ বাক্যতত্ত্বে ঘ রূপতত্ত্বে গ

২৮. ব্যাকরণের উচ্চতর পর্যায়ে আলোচিত হয় কোনটি?
ক বাক্যতত্ত্ব খ রূপতত্ত্ব
গ অর্থতত্ত্ব ঘ ধ্বনিতত্ত্ব গ

২৯. বাংলা স্বরধ্বনি কয়টি?
ক ৫ খ ৭
গ ৯ ঘ ১১ ঘ

৩০. অর্ধমাত্রার স্বরবর্ণ কয়টি?
ক ১০টি খ ৮টি
গ ৬টি ঘ ১টি ঘ

৩১. অক্ষর উচ্চারণের কাল পরিমাণকে কী বলে?
ক ধ্বনি খ যতি
গ মাত্রা ঘ ছেদ গ

৩২. পাশাপাশি দুটি স্বরধ্বনি একাক্ষর হিসাবে উচ্চারিত হলে তাকে কী বলে/একই সঙ্গে উচ্চারিত দুইটি মিলিত স্বরধ্বনিকে কী বলে?
ক মৌলিক স্বরধ্বনি খ সমধ্বনি
গ মূলধ্বনি ঘ যৌগিক স্বরধ্বনি ঘ

৩৩. বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরবর্ণ কয়টি?
ক ২টি খ ৩টি
গ. ৫টি ঘ ৬টি ক

৩৪. নিচের কোনটি যৌগিক স্বরধ্বনি?
ক অ খ আ
গ ঐ ঘ ঈ গ

৩৫. কোন দু'টি স্বরের মিলিত ধ্বনিতে 'ঐ' ধ্বনির সৃষ্টি হয়?
ক অ এবং ই খ এ এবং ই
গ অ এবং ঈ ঘ উ এবং ই ক

৩৬. বাংলা স্বরধ্বনিতে কয়টি হ্রস্ব স্বর আছে?
ক ৫টি খ ৪টি
গ ৭টি ঘ ৬টি খ

৩৭. উচ্চারণের সময় মুখ বিবর উন্মুক্ত থাকে বলে 'আ' কে কী ধ্বনি বলে?
ক হ্রস্বধ্বনি খ বিবৃত স্বরধ্বনি
গ সম্মুখ স্বরধ্বনি ঘ পশ্চাৎ স্বরধ্বনি খ

৩৮. বাংলা ভাষায় স্পর্শ বর্ণের সংখ্যা কয়টি?
ক ২৩টি খ ২৪টি
গ ২৫ টি ঘ ২৬টি গ

৩৯. ক থেকে ম পর্যন্ত ২৫টি ধ্বনিকে বলা হয়-
ক স্পর্শ ধ্বনি খ উষ্ম ধ্বনি
গ জিহ্বামূলীয় ধ্বনি ঘ পরাশ্রয়ী ধ্বনি ক

৪০. বাংলা বর্ণমালায় পর্বের সংখ্যা কত?
ক ১৬ খ ১২
গ ১৩ ঘ ৫ ঘ

৪১. কোনটি উষ্ম বর্ণ?
ক হ খ ঙ
গ ঞ ঘ ণ ক

৪২. কোনটি ওষ্ঠ্য ধ্বনি?
ক ম খ ঙ
গ চ ঘ ও ক

৪৩. 'ঙ' ধ্বনিটির সঠিক উচ্চারণ-
ক উম্যো খ উম্যা
গ উয়ো ঘ ইয়ো গ

৪৪. পরাশ্রয়ী বর্ণ কোনটি?
ক ম খ ন
গ ং ঘ ঞ গ

৪৫. বাংলা ব্যাকরণে পরাশ্রয়ী বর্ণযুক্ত শব্দ কোনগুলো?
ক আম্র, বৃহৎ, মিঞা খ আয়না, হরিণ, ঋণ
গ রং, চাঁদ, দুঃখ ঘ শিউলি, উচিত, বৃষ গ

৪৬. 'র' কোন জাতীয় ধ্বনি?
ক পার্শ্বিক ধ্বনি খ তাড়নজাত ধ্বনি
গ কম্পনজাত ধ্বনি ঘ স্পর্শ ধ্বনি গ

৪৭. পার্শ্বিক ব্যঞ্জনের উদাহরণ কোনটি?
ক হ খ শ
গ ও ঘ ল ঘ

৪৮. তাড়নজাত ব্যাঞ্জনধ্বনি কোনটি?
ক ক, খ খ চ, ছ
গ ড়, ঢ় ঘ প, ফ গ

৪৯. 'খণ্ডত' (ৎ) প্রকৃত প্রস্তাবে কোন বর্ণের খণ্ড রূপ?
ক খ খ ত
গ দ ঘ ধ খ

৫০. 'লক্ষণ' শব্দের প্রমিত উচ্চারণ-
ক লোক্‌খন্‌ খ লক্‌খোন্‌
গ লোক্‌খোন্‌ ঘ লক্‌খন্‌ গ

৫১. নিচের কোনটি যৌগিক স্বরধ্বনির চিহ্ন?
ক উ খ ঊ
গ আ ঘ ঔ ঘ

৫২. 'ক' বর্গের ধ্বনিসমূহের উচ্চারণ স্থান কোনটি?
ক জিহ্বামূল খ অগ্রতালু
গ পশ্চাৎদন্তমূল ঘ অগ্রদন্তমূল ক

৫৩. 'আহ্বান' এর প্রকৃত উচ্চারণ কোনটি?
ক আহ্বান খ আহ্ বান
গ আওভান ঘ আব্হান গ

৫৪. যেটিতে বাংলা বর্ণের যথাযথ ক্রম অনুসৃত হয়নি-
ক ঈ, উ, ঊ, ঋ খ র, ল, ব, ষ
গ ফ, ব, ভ, ম ঘ ঙ, চ, ছ, জ খ

৫৫. 'অক্ষর' হচ্ছে-
ক শব্দের অংশ খ পদের অংশ
গ বাক্যের অংশ ঘ ধ্বনির অংশ ক

৫৬. নিচের কোনটি অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি?
ক ভ খ ঠ
গ ফ ঘ চ ঘ

৫৭. কোন দুটি অঘোষ ধ্বনি?
ক গ ঘ খ দ ধ
গ প ফ ঘ জ ঝ — গ

৫৮. কোনটি অঘোষ ধ্বনি?
ক ক খ গ
গ ঘ ঘ জ — ক

৫৯. নিচের কোন ধ্বনিটি ঘোষ?
ক চ খ খ
গ প ঘ দ — ঘ

৬০. কোন দু'টি মহাপ্রাণ ধ্বনি?
ক খ, ঝ খ ক, খ
গ ত, দ ঘ চ, জ — ক

৬১. মহাপ্রাণ ঘোষধ্বনি কোনটি?
ক ব খ ট
গ ভ ঘ খ — গ

৬২. স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কী বলা হয়?
ক ফলা খ ধ্বনি
গ কার ঘ স্বর — গ

৬৩. ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে কী বলে?
ক ফল খ ফলা
গ কার ঘ অক্ষর — খ

৬৪. 'রক্ষা' শব্দের সংযুক্ত বর্ণ কোন কোন বর্ণ নিয়ে গঠিত?
ক ষ+ঞ খ ক+খ
গ ষ+ক ঘ ক+ষ — ঘ

৬৫. যথাক্রমে ষ্ণ এবং হ্ন এর বিশিষ্ট রূপ দেখান।
ক ষ+ঞ, হ+ণ খ ষ+ন, হ+ণ
গ ষ+ণ, হ+ন ঘ ষ+ন, হ+ন — গ

৬৬. 'ত্থ' সংযুক্ত বর্ণটিতে কোন কোন বর্ণ রয়েছে?
ক ল+ত খ ল+থ
গ ত+থ ঘ থ+ত — গ

৬৭. 'তৃষ্ণা' শব্দে কোন কোন বর্ণ আছে?
ক ত+র+ষ+ঞ+আ খ ত+র+ষ+ন+আ
গ ত+র+ক+ষ+আ ঘ ত+ঋ+ষ+ণ+আ — ঘ

৬৮. 'দ্ধ' যুক্তাক্ষরে কোন ২ বর্ণ রয়েছে?
ক দ+ব খ দ+দ
গ দ+ত ঘ দ+ধ — ঘ

৬৯. 'ক্ষ' যুক্তাক্ষরটি কোন দুটি বর্ণের সংযোগে জাত?
ক খ+য খ ম+হ
গ ক+স ঘ ক+ষ — ঘ

৭০. বাংলা ভাষায় 'ঞ' হরফটির উচ্চারণ কত প্রকারের হয়?
ক এক খ দুই
গ তিন ঘ চার — খ

৭১. বাংলা ভাষার প্রথম বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন-
ক মনোএল দ্য আসসুম্পসাঁও
খ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ ড. সুকুমার সেন
ঘ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ — ক

৭২. 'জ্ঞ' যুক্তবর্ণটি কীভাবে গঠিত হয়েছে?
ক ঞ+ন খ জ্+ণ
গ ঞ+জ ঘ ন্+জ — গ

৭৩. সাধুভাষার বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক গুরুচণ্ডালী খ গুরুগম্ভীর
গ অবোধ্য ঘ দুর্বোধ্য — খ

৭৪. নিচের কোনটি সাধুরীতির উদাহরণ?
ক তখন গভীর ছায়া নেমে আসে সর্বত্র
খ তখন গভীর ছায়া নামিয়া আসিল সবখানে
গ তখন গভীর ছায়া নামিয়া আসে সর্বত্র
ঘ তখন গভীর ছায়া সর্বত্র ঢেকে গিয়েছে — খ

৭৫. 'বুনো' কোন ভাষারীতির শব্দ?
ক সাধু ভাষা খ কথ্য ভাষা
গ আঞ্চলিক ভাষা ঘ চলিত ভাষা — ঘ

৭৬. বাংলা সাহিত্যে চলিত রীতির প্রবর্তক কে?
ক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ প্রমথ চৌধুরী
গ প্যারীচাঁদ মিত্র ঘ সমরেশ মজুমদার — খ

৭৭. ভাষার মৌলিক অংশ কয়টি?
ক ২টি খ ৩টি
গ ৪টি ঘ ৬টি — গ

৭৮. মহাপ্রাণ ঘোষধ্বনি কোনটি?
ক ব খ ট
গ ঝ ঘ খ — গ

৭৯. নিচের কোনটি অল্পপ্রাণ ধ্বনি?
ক ঘ খ ঠ
গ প ঘ থ — গ

৮০. বাংলা ভাষার বর্গীয় বর্ণ কয়টি?
ক ২৫টি খ ৩৯টি
গ ২৬টি ঘ ৪৯টি — ক

৮১. ভারতীয় কোন লিপিমালা ডান দিক থেকে লেখা হয়-
ক হিন্দি খ মারাঠি
গ গুজরাটি ঘ খরোষ্ঠী — ঘ

৮২. বাংলা লিপির ডিজাইনার কে?
ক উইলিয়াম কেরি খ চার্লস উইলকিন্স
গ পঞ্চানন কর্মকার ঘ জর্জ গ্রিয়ার্সন — খ

৮৩. বাংলা লিপি খোদাই-এর কাজ করেন কে?
ক উইলিয়াম কেরী খ চার্লস উইলকিন্স
গ পঞ্চানন কর্মকার ঘ জর্জ গ্রিয়ার্সন — গ

৮৪. বাংলা লিপি প্রথম কার গ্রন্থে ব্যবহৃত হয়?
ক উইলিয়াম কেরী খ মনোএল দ্য আসসুম্পসাঁও
গ রামমোহন রায় ঘ এন বি হেলহেড — ঘ

৮৫. ভারতীয় চিত্রলিপির রূপ কয়টি?
ক ২টি খ ৩টি
গ ৪টি ঘ ৫টি — ক

৮৬. বাংলা বর্ণমালায় পরাশ্রয়ী বর্ণের সংখ্যা কতটি?
ক সাতটি খ পাঁচটি
গ তিনটি ঘ দুটি — গ

৮৭. ঔষ্ঠ্য-নাসিক্য বর্ণ কোনটি?
ক ঙ খ ঞ
গ ণ ঘ ম ঘ

৮৮. বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ কয়টি?
ক ২৫টি খ ১১টি
গ ২টি ঘ ৫টি গ

৮৯. কোনটির উচ্চারণে কণ্ঠের সাহায্য প্রয়োজন?
ক ম খ ঞ
গ ণ ঘ ঙ ঘ

৯০. বাংলা বর্ণমালায় কতটি মাত্রাহীন স্বরবর্ণ আছে?
ক ২টি খ ৩টি
গ ৪টি ঘ ৫টি গ

Home Work

১. বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে অনার্য জাতির ব্যবহৃত শব্দ– [৪৬তম বিসিএস]
ক তৎসম খ তদ্ভব
গ দেশি ঘ বিদেশি গ

২. 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব' গ্রন্থের রচয়িতা– [৪৬তম বিসিএস]
ক মুহম্মদ আবদুল হাই খ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
গ মুনীর চৌধুরী ঘ মুহম্মদ এনামুল হক ক

৩. বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বর কয়টি? [৪৬তম বিসিএস]
ক ১টি খ ২টি
গ ৩টি ঘ ৪টি খ

৪. 'ভাষা চিন্তার শুধু বাহনই নয়, চিন্তার প্রসূতিও।' –মন্তব্যটি কোন ভাষা-চিন্তকের? [৪৫তম বিসিএস]
ক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় খ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
গ মুহম্মদ এনামুল হক ঘ সুকুমার সেন ঘ

৫. উচ্চারণের রীতি অনুযায়ী নিচের কোনটি উচ্চমধ্য-সম্মুখ স্বরধ্বনি? [৪৫তম বিসিএস]
ক অ খ আ
গ ও ঘ এ ঘ

৬. 'ধ্বনি' সম্পর্কে নিচের কোন বাক্যটি সঠিক নয়? [৪৫তম বিসিএস]
ক ধ্বনি দৃশ্যমান
খ মানুষের ভাষার মূলে আছে কতগুলো ধ্বনি
গ ধ্বনি উচ্চারণীয় ও শ্রবণীয়
ঘ অর্থবোধক ধ্বনিগুলোই মানুষের বিভিন্ন ভাষার বাগ্‌ধ্বনি ক

৭. সাধু ও চলিত ভাষার মূল পার্থক্য কোন পদে বেশি দেখা যায়? [৩৯তম বিসিএস]
ক ক্রিয়া ও সর্বনাম খ বিশেষ্য ও ক্রিয়া
গ বিশেষণ ও ক্রিয়া ঘ বিশেষ্য ও বিশেষণ পদে ক

৮. কেন্তুমের কোন দুটি শাখা এশিয়ার অন্তর্গত? [৪৩তম বিসিএস]
ক হিত্তিক ও তুখারিক খ তামিল ও দ্রাবিড়
গ আর্য ও অনার্য ঘ মাগধী ও গৌড়ী ক

৯. বাংলার আদি অধিবাসীগণ কোন ভাষাভাষী ছিলেন? [৪২তম বিসিএস (বিশেষ)]
ক বাংলা খ সংস্কৃত
গ হিন্দি ঘ অস্ট্রিক ঘ

১০. ধ্বনিতত্ত্ব ও শব্দতত্ত্বকে বাক্যে যথাযথভাবে ব্যবহার করার বিধানের নামই– [৪১তম বিসিএস]
ক রসতত্ত্ব খ রূপতত্ত্ব
গ বাক্যতত্ত্ব ঘ ক্রিয়ার কাল গ

১১. ভাষার মূল উপাদান/ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে– [৩২তম বিসিএস; সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রবেশন অফিসার- '১৩]
ক বর্ণ খ শব্দ
গ ধ্বনি ঘ বাক্য গ

১২. বর্গের কোন বর্ণসমূহের ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনি? [৩৭তম বিসিএস]
ক তৃতীয় বর্ণ খ দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ
গ প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ ঘ দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ণ খ

১৩. নিঃশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছকে কী বলে? [৪১তম বিসিএস]
ক যৌগিক ধ্বনি খ অক্ষর
গ বর্ণ ঘ মৌলিক স্বরধ্বনি খ

১৪. বাগযন্ত্রের অংশ কোনটি? [৪৩তম বিসিএস]
ক স্বরযন্ত্র খ ফুসফুস
গ দাঁত ঘ উপরের সবকটি ঘ

১৫. নিম্নবিবৃত স্বরধ্বনি কোনটি? [৪৩তম বিসিএস]
ক আ খ ই
গ এ ঘ অ্যা ক

১৬. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি? [৩৮,৩৫তম বিসিএস]
ক ৭টি খ ৮টি
গ ৬টি ঘ ১১টি ক

১৭. 'হ্ম' যুক্তবর্ণটি কিভাবে গঠিত হয়েছে? [৩৮,২৩তম বিসিএস]
ক হ্ + ম খ ক্ + ষ
গ য্ + ম ঘ ম্ + হ ক

১৮. 'ঔ' কোন ধরনের স্বরধ্বনি? [৩৭তম বিসিএস]
ক যৌগিক স্বরধ্বনি খ তালব্য স্বরধ্বনি
গ মিলিত স্বরধ্বনি ঘ কণ্ঠোষ্ঠ্য বর্ণ ঘ

১৯. 'বন্ধন' শব্দের সঠিক অক্ষর বিন্যাস কত? [৩৫তম বিসিএস]
ক ব + ন + ধ + ন খ বন্ + ধন্
গ ব + ন্ধ + ন ঘ বান + ধন খ

২০. নিচের কোনটি অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি? [৩০তম বিসিএস; ডা.অ. (হিসাব সহকারী/অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)'২২; শি.নি.প্র.প. (শিক্ষক) (স্কুল)'২২]
ক ভ খ ঠ
গ ফ ঘ চ ঘ

২১. কে সর্বপ্রথম বাংলা টাইপ সহযোগে বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রণ করেন? [২৬তম বিসিএস]
ক স্যার উইলিয়াম জোসনস্
খ স্যার উইলিয়াম কেরী
গ রাজীব লোচন মুখোপাধ্যায়
ঘ ব্রাসি হেলহেড
উত্তর: ঘ

২২. 'ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' কে রচনা করেছেন? [২২তম বিসিএস]
ক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঘ মুহম্মদ এনামুল হক
উত্তর: খ

২৩. বাংলা বর্ণমালায় মাত্রাবিহীন বর্ণের সংখ্যা কয়টি? [১৮তম বিসিএস]
ক এগারটি খ নয়টি
গ দশটি ঘ আটটি
উত্তর: গ

২৪. যে ছন্দের মূল পর্বের মাত্রা সংখ্যা চার, তাকে বলা হয়-[১৭তম বিসিএস]
ক স্বরবৃত্ত খ পয়ার
গ মাত্রাবৃত্ত ঘ অক্ষরবৃত্ত
উত্তর: ক

২৫. বাংলা লিপির উৎস কী? [১৪তম বিসিএস]
ক খরোষ্ঠী লিপি খ চীনা লিপি
গ আরবি লিপি ঘ ব্রাহ্মী লিপি
উত্তর: ঘ

২৬. কোন দুটি অঘোষ ধ্বনি? [১৩তম বিসিএস]
ক চ ছ খ ড ঢ
গ ব ভ ঘ দ ধ
উত্তর: ক

২৭. বর্ণ হচ্ছে- [১৪তম বিসিএস]
ক শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশ খ একসাথে উচ্চারিত ধ্বনিগুচ্ছ
গ ধ্বনি নির্দেশক প্রতীক ঘ ধ্বনির শ্রুতিগ্রাহ্য রূপ
উত্তর: গ

২৮. বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে নিম্নোক্ত একটি ভাষা থেকে– [১৭তম বিসিএস]
ক সংস্কৃত খ পালি
গ প্রাকৃত ঘ অপভ্রংশ
উত্তর: গ

২৯. বাংলা ভাষার আদি স্তরের স্থিতিকাল কোনটি? [১৪তম বিসিএস (শিক্ষা)]
ক দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী
খ একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী
গ দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী
ঘ ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী
উত্তর: ক

৩০. বাংলা লিপির উৎস কী? [১৪তম বিসিএস; খাদ্য অধিদপ্তরের সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক/অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক : ২০১৮]
ক সংস্কৃতি লিপি খ চীনা লিপি
গ আরবি লিপি ঘ ব্রাহ্মী লিপি
উত্তর: ঘ

৩১. 'The Origin and Development of the Bengali Language' গ্রন্থটি রচনা করেছেন? [৩৩তম বিসিএস; Rupali Bank Ltd. Officer (Cash): 2018]
ক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঘ স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন
উত্তর: খ

৩২. রাজা রামমোহন রচিত বাংলা ব্যাকরণের নাম কী? [২৭তম বিসিএস]
ক মাগধী ব্যাকরণ খ গৌড়ীয় ব্যাকরণ
গ মাতৃভাষা ব্যাকরণ ঘ ভাষা ও ব্যাকরণ
উত্তর: খ

৩৩. 'ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' কে রচনা করেন? [২২তম বিসিএস]
ক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যয়
গ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঘ সুকুমার সেন
উত্তর: খ

৩৪. পাণিনি কে ছিলেন? [১১তম বিসিএস; জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের এস্টিমেটর পদে নিয়োগ পরীক্ষা: ২০১৮]
ক ভাষাবিদ খ ঋগ্বেদবিদ
গ বৈয়াকরণবিদ ঘ ঔপন্যাসিক
উত্তর: গ

৩৫. বাংলা একাডেমির 'আঞ্চলিক অভিধান' সম্পাদনা কে করেন? [২৪তম বিসিএস, বাতিল]
ক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন
গ মুহম্মদ এনামুল হক ঘ মুহম্মদ আব্দুল হাই
উত্তর: ক

৩৬. তৎসম শব্দের ব্যবহার কোন রীতিতে বেশি হয়? [২৯তম বিসিএস]
ক চলিত রীতিতে খ সাধুরীতিতে
গ মিশ্র রীতিতে ঘ আঞ্চলিক রীতিতে
উত্তর: খ

৩৭. সাধু ভাষা সাধারণত কোথায় অনুপযোগী? [১৮তম বিসিএস, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন-২০১০]
ক কবিতার পঙ্ক্তিতে খ গানের কলিতে
গ গল্পের কলিতে ঘ নাটকের সংলাপে
উত্তর: ঘ

৩৮. গুরুচণ্ডালি দোষমুক্ত কোনটি? [১০তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক শব পোড়া খ মড়া দাহ
গ শবদাহ ঘ শব মড়া
উত্তর: গ

৩৯. 'সন্ধি' ব্যাকরণের কোন অংশের আলোচ্য বিষয়? [১৮তম বিসিএস]
ক রূপতত্ত্ব খ ধ্বনিতত্ত্ব
গ পদক্রম ঘ বাক্য প্রকরণ
উত্তর: খ

৪০. বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন কে? [২৯তম বিসিএস]
ক ড. সুকুমার সেন
খ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
গ মনোএল দ্য আসসুম্পসাঁও
ঘ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
উত্তর: গ

৪১. কোনটি সাধু ভাষার বৈশিষ্ট্য নয়? [বাংলাদেশ রেলওয়ে (বুকিং সহকারী) - ২০২৪]
ক সাধু ভাষা প্রাচীন
খ এটি পরিবর্তনশীল
গ গুরুগম্ভীর ও আভিজাত্যের অধিকারী
ঘ এ ভাষায় তৎসম শব্দের প্রয়োগ বেশি
উত্তর: খ

৪২. কোন রীতিতে ক্রিয়া, সর্বনাম ও অনুসর্গ হ্রস্বতর হয়? [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (সহকারী এনফোর্সমেন্ট কো-অর্ডিনেটর) – ২০২৪]
ক সাধু রীতি খ চলিত রীতি
গ প্রমিত রীতি ঘ আঞ্চলিক রীতি
উত্তর: খ

৪৩. 'জুতো' শব্দটি কোন ভাষারীতির [হোম ইকোনমিস্ট (নিপোর্ট পদের পরীক্ষা)-২০২৪]
ক সাধু খ চলিত
গ প্রাকৃত ঘ কোল
উত্তর: খ

৪৪. ভাষার চলিত রূপ কোনটি? [জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ হিসাব সহকারী -২০২৪]
ক এই খ উহা
গ তাহাদের ঘ ওদের
উত্তর: ঘ

৪৫. কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম [বস্ত্র অধিদপ্তরের অফিস সহায়ক পরীক্ষা-২০২৪]
ক সংস্কৃত খ পালি
গ প্রাকৃত ঘ বঙ্গ-কামরূপী
উত্তর: ঘ

৪৬. 'ব্যাকরণ' শব্দের সঠিক অর্থ কোনটি? [বস্ত্র অধিদপ্তরের অফিস সহায়ক পরীক্ষা-২০২৪]
ক বিশেষভাবে বিভাজন খ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ
গ বিশেষভাবে বিয়োজন ঘ বিশেষভাবে সংযোজন
উত্তর: খ

৪৭. 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' এর প্রণেতা- [বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (ইন্সপেক্টর/সিনিয়র অফিসার/নিরাপত্তা কর্মকর্তা-২০২৪]
ক ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
গ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ ফাদার ম্যানুয়েল
উত্তর: গ

৪৮. **প্রত্যেক ভাষারই কয়টি মৌলিক অংশ থাকে?** [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (সহকারী এনফোর্সমেন্ট কো-অর্ডিনেটর) – ২০২৪]
ক ৩টি খ ৫টি
গ ৭টি ঘ ৪টি **ঘ**

৪৯. **ইংরেজি ভাষায় লেখা প্রথম বাংলা ব্যাকরণের রচয়িতা কে?** [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (সহকারী এনফোর্সমেন্ট কো-অর্ডিনেটর): ২০২৪]
ক উইলিয়াম কেরি
খ রামমোহন রায়
গ মনোএল দ্য আসসুম্পসাঁও
ঘ এন বি হ্যালহেড **ঘ**

৫০. **কোন শব্দে সাধারণত ণ-ত্ব বিধান খাটে না?** [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (সহকারী এনফোর্সমেন্ট কো-অর্ডিনেটর): ২০২৪]
ক দ্বিরুক্তি শব্দে খ সমাসবদ্ধ শব্দে
গ বিদেশী শব্দে ঘ প্রত্যয়ান্ত শব্দে **খ**

৫১. **ব্যাকরণ ও ভাষার মধ্যে কোনটি আগে সৃষ্টি হয়েছে?** [প.প.অ. (সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা)'২২]
ক ব্যাকরণ
খ ভাষা
গ ব্যকরণ ও ভাষা উভয়ই এক সাথে
ঘ কোনোটিই নয় **খ**

৫২. **সংস্কৃত প্রয়োগ অনুসারে বাংলা বর্ণমালায় 'ঋ' কোন বর্ণের মধ্যে রক্ষিত-** [বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (ইন্সপেক্টর/সিনিয়র অফিসার/নিরাপত্তা কর্মকর্তা-২০২৪]
ক উষ্ম বর্ণ খ স্বরবর্ণ
গ ব্যঞ্জন বর্ণ ঘ ঘোষ বর্ণ **খ**

৫৩. **বাংলা ভাষার নিজস্ব লিপি কোনটি?** [বা. প.উ.বো. (সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা) '২৩]
ক ব্রাহ্মী খ মণিপুরি
গ বাংলা ঘ কুটিল **গ**

৫৪. **আঞ্চলিক ভাষার অপর নাম কি?** [মা.উ.শি.অ (হিসাব সহকারী)'২৩]
ক কথ্য ভাষা খ উপভাষা
গ সাধু ভাষা ঘ চলিত ভাষা **খ**

৫৫. **বিভিন্ন অঞ্চলের মুখের ভাষাকে কি বলে?** [ঔ, প্র, অ, (অফিস সহায়ক)'২২]
ক মিশ্র ভাষা খ সাধু ভাষা
গ চলিত ভাষা ঘ উপভাষা **ঘ**

৫৬. **বাঙালী জনগোষ্ঠীর সার্বজনীন কথ্য ভাষা রীতির নাম কি?** [যু.উ.অ. (সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা)'২২]
ক কথ্য ভাষা খ আদর্শ রীতি
গ আদর্শ কথ্য রীতি ঘ আদর্শ ভাষা রীতি **গ**

৫৭. **ভাষার ক্ষুদ্রতম একক কোনটি?** [মা.উ.শি.অ. (অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)'২২ ডা.জী.বী. (সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর) '২২; ম.হি.নি.কা. (জুনিয়র অডিটর)'২২, বি.ম. (প্রশাসনিক কর্মকর্তা)'২২; স্বা.অ. (কম্পাউন্ডার)'২২; বি.ম.(অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)'২২; প.ম. (সহকারী সাইফার কর্মকর্তা)'২২]
ক বর্ণ খ শব্দ
গ অক্ষর ঘ ধ্বনি **ঘ**

৫৮. **'ব্যাকরণ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কী?** প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক) (২য় পর্যায়)'২০; শি.নি.প্র.প. (শিক্ষক) (স্কুল)'২২]
ক সাধারণ বিশ্লেষণ খ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ
গ সাধারণ সংশ্লেষণ ঘ বিশেষভাবে সংযোজন **খ**

৫৯. **সব ভাষার ব্যাকরণের কয়টি মৌলিক অংশ থাকে?**
অথবা, **বাংলা ব্যাকরণের মূল আলোচ্য বিষয় কয়টি?** [প্র.ম. (সহকারী পরিচালক; কা.শি.অ. (ফিজিক্যাল এডুকেশন ইনস্ট্রাকটর)'২৩; বা. বে. বি.চ. ক. (উচ্চমান সহকারী/উচ্চমান সহকারী (বেঞ্চ সহকারী)/ড্রাফটসম্যান)'২১]
ক ৫টি খ ৬টি
গ ১০টি ঘ ৪টি **ঘ**

৬০. **বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন কে?** ২৯তম বিসিএস ২০০৯; ম.বি. (অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)'২৩; মা.উ.শি.অ. (ল্যাবরেটরী সহকারী ও উচ্চমান সহকারী)'২১; বা.কো. গা/কৃ.প্র.এ. (নার্স)' ১৯; ফা.সা.সি.ডি (ফোরম্যান)'১৯]
ক অক্ষয় দত্ত খ মার্শম্যান
গ ব্রাশি হ্যালহেড ঘ রাজা রামমোহন রায় **ঘ**

৬১. **বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলিত অভিধান 'চলন্তিকা' এর প্রণেতা কে?** [পা.ব.ক. (সাব-এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)'২০; প. প.অ. (পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা)'২৩]
ক কাজী আব্দুল ওদুদ খ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
গ রাজশেখর বসু ঘ সুবলচন্দ্র মিত্র **গ**

৬২. **'বাঙ্গালীর ইতিহাস' বইটির লেখক কে?** [১৮তম বিসিএস ১৯৯৬-৯৭; বা.প.উ.বো. (হিসাবরক্ষক)'২২; ডা.অ. (হিসাব সহকারী/অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)'২২; প্রা.প্রা (সহকারী শিক্ষক)'১৩]
ক নীহাররঞ্জন রায় খ আর.সি. মজুমদা
গ অধ্যাপক আব্দুল করিম ঘ অধ্যাপক সুনীতিকুমার সেন **ক**

৬৩. **ব্যঞ্জনবর্ণের বিকল্প রূপের নাম কি?** [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (সহকারী এনফোর্সমেন্ট কো-অর্ডিনেটর) – ২০২৪]
ক উপসর্গ খ ফলা
গ অনুবর্ণ ঘ র্বণ সংক্ষেপ **গ**

৬৪. **নিচের কোনটিতে 'অ' বর্ণের সাধারণ উচ্চারণ হয়েছে?** [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (সহকারী এনফোর্সমেন্ট কো-অর্ডিনেটর) – ২০২৪]
ক অতি খ অণু
গ অদ্য ঘ অনেক **ঘ**

৬৫. **বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি?** [হোম ইকোনমিস্ট (নিপোর্ট পদের পরীক্ষা)-২০২৪]
ক ৭টি খ ৮টি
গ ৯টি ঘ ১০টি **ক**

৬৬. **বাংলা ভাষায় মোট বর্ণ কয়টি?** [বস্ত্র অধিদপ্তরের অফিস সহায়ক পরীক্ষা-২০২৪]
ক ১৯ খ ২৯
গ ৫০ ঘ ৪৭ **গ**

৬৭. **ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে কী বলা হয়?** ব.অ. (জুনিয়র ওয়াইল্ড লাইফ স্কাউট)'২২; আ.র.প্র.নি.দ. (অফিস সহায়ক)'২০]
অথবা, **ধ্বনির প্রতীককে কী বলে?** [বা.বে.বি.চ.ক. (নিরপত্তা অপারেটর)'২১]
ক শব্দ খ বর্ণ
গ ধ্বনি ঘ চিহ্ন **খ**

৬৮. **বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ কয়টি?** [ব.অ. (জুনিয়র ওয়াইল্ড লাইফ অ্যাকাইন্টস ক্লার্ক)'২২]
ক ৩২টি খ ৩৬টি
গ ৩৯টি ঘ ৪২টি **গ**

৬৯. 'ক' থেকে 'ল' পর্যন্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা কত? [ক.অ.জে. (সিনিয়র অ্যাকাইন্টস ক্লার্ক)'২২]
ⓚ ২৫টি ⓚ ২৮টি
ⓖ ২৭টি ⓖ ২৬টি — খ

৭০. বাংলা বর্ণমালায় অর্ধমাত্রার বর্ণ কয়টি? [৩৬তম বিসিএস ২০১৬; প্রাথমিক (সহকারী শিক্ষক) ৩য় পর্যায় ২০২০; ডা. অ. (হিসাব সহকারী/অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক; বা.বে. বি.চ.ক (উচ্চমান সহকারী/বেঞ্চ সহকারী/ ড্রাফটসম্যান)'২১; খা.অ. (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)'২১]
ক ৭টি খ ৯টি
গ ১০টি ঘ ৮টি — ঘ

৭১. ঠোঁটের মধ্যকার ফাঁকের ব্যবধানের ভিত্তিতে স্বরধ্বনিকে কয়ভাবে ভাগ করা হয়? [যু.উ.অ. (সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা)'২২]
ক দুই খ তিন
গ চার ঘ পাঁচ — গ

৭২. বাগযন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে সচল ও সক্রিয় প্রত্যঙ্গ কোনটি? [বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)-২০২৪]
ক জিহবা খ শ্বাসনালী
গ ফুসফুস ঘ ওষ্ঠ — ক

৭৩. সন্ধিতে চ ও জ এর নাসিক্য ধ্বনি কী হয়? [শি.নি.প্র.প. (শিক্ষক) (স্কুল)'২২]
ক অনুস্বার খ দ্বিত্ব
গ মহাপ্রাণ ঘ তালব্য — ঘ

৭৪. কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত ধ্বনি– [ক.অ.জে. (সিনিয়র অ্যাকাইন্টস ক্লার্ক)'২২]
ক ক খ ঙ
গ হ ঘ ঝ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক, ঙ ।

৭৫. কোন ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী বেশি অনুরণিত হয়? [খা.অ. (স্প্রেম্যান)'২২]
ক মহাপ্রাণ ধ্বনি খ ঘোষ ধ্বনি
গ অঘোষ ধ্বনি ঘ অল্পপ্রাণ ধ্বনি — খ

৭৬. কোন ধ্বনি উচ্চারণের সময় বাতাসের আধিক্য থাকে? [পো.জে.উ. (রাজশাহী) (উচ্চমান সহকারী)'২২]
ক মহাপ্রাণ খ অল্পপ্রাণ
গ অঘোষ ঘ ঘোষ — ক

৭৭. নিচের কোনটি তালব্য বর্ণ? [বা.নি.ক. (অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক)'২৩]
ক ত খ প
গ চ ঘ ট — গ

৭৮. উচ্চারণ স্থানের নামানুসারে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো কতভাগে বিভক্ত? [প.প.অ. (পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা)'২৩]
ক ৫ ভাগে খ ৬ ভাগে
গ ৭ ভাগে ঘ ৮ ভাগে — উ: বি. দ্র.

ব্যাখ্যা: ৯ম-১০ম ব্যাকরণ-২০১৯ অনুযায়ী, উচ্চারণ স্থানের নামানুসারে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো ৫টি বর্গে (ক, চ, ট, ত, প) বিভক্ত করা হয়। ৯ম-১০ম ব্যাকরণ-২০২২ অনুযায়ী উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে ৭ ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

৭৯. 'ত্ম্য' কোন কোন ধ্বনির যুক্ত রূপ? [স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ২০১৯]
ক ত্ + ন্ + য খ ত্ + য্ + ম
গ ত্ +ম্ + য্ ঘ ত্ + য্ + ন — গ

৮০. 'ষ্ণ' যুক্ত বর্ণটি কীভাবে গঠিত হয়েছে? [বি আর টি এ মোটরযান পরিদর্শক: ২০১৮; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র ষ্টাফ নার্স (বাতিলকৃত) : ২০১৭]
ক ষ্ + ণ খ ষ্ + ঞ
গ ষ্ + ক্র ঘ ষ্ + জ — ক

৮১. 'ক্ষ্ম' এর বিশিষ্ট রূপ– [ঢাবি 'চ'ইউনিট ২০১৯-২০; সঞ্চয় পরিদপ্তরের হিসাবরক্ষক : ২০১৯]
ক ক্ষ্ + ম খ খ্ + ম + হ
গ ক্ + ষ + ণ ঘ ক্ + ষ + ম — ঘ

৮২. 'হ্ন' কোন বর্ণ দুটির সংমিশ্রণে হয়? [National Savings (DNS), Accountant- 2010]
ক হ্ + ন খ হ্ + ণ
গ হ্ + ম ঘ হ্ +হ — ক

৮৩. যথাক্রমে ক্ষ, ষ্ণ ও হ্ন তিনটি যুক্তবর্ণের বিশিষ্ট রূপ নির্দেশ করে [ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষা: ০৫-০৬]
ক ক্ + ষ , ষ্ + ঞ, হ্ + ণ
খ হ্ + ঋ, ষ্ + ঞ, হ্ + ণ
গ ক্ + ষ, ষ্ + ণ্, হ্ + ন
ঘ খ্ + খ, ষ্ + ণ, হ্ + ন — গ

৮৪. 'উষ্ণ' শব্দের যুক্তাক্ষরটি কোন কোন বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে? [Sonali Bank Ltd. Officer (Freedom Fighter) 2019; পরিবার অধিদপ্তরের সহকারী পরিকল্পনা কর্মকর্তা- ২০১২]
ক ষ্ + ণ খ ষ্ + ন
গ ষ্ + ঞ ঘ ষ্ + ঙ — ক

৮৫. কোন দুটি বর্ণের সংমিশ্রণে 'হ্ন' হয়? [ববি 'ঘ' ইউনিট: ২০১২-১৩/গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আবাসন পরিদপ্তরের সহকারী পরিচালক - '০৬]
ক হ্ + ণ খ হ্ + ন
গ হ্ + হ ঘ হ্ + ম — ক

৮৬. 'বিজ্ঞান' শব্দের যুক্তবর্ণের সঠিক রূপ কোনটি? [৩৬তম বিসিএস; 2 Govt. Bansks (Janata Bank Ltd. Rupali Bank Ltd) Officer (General) 2019]
ক জ্ + ঞ খ ঞ + গ্
গ ঞ + জ্ ঘ গ্ + ঞ — ক

৮৭. বাংলা কার মোট কয়টি? [উপজেলা সমাজসেবা অফিসার: '১৮]
ক ৭টি খ ৮টি
গ ৯টি ঘ ১০টি — ঘ

৮৮. 'কুজ্ঝটিকা' শব্দের যুক্তবর্ণটি কোন দুটি বর্ণের সংযোগে গঠিত হয়েছে? [কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স (ঈএউঋ) -এর কার্যালয়ের অধীন জুনিয়র অডিটর ২০১৯]
ক জ্ + ঝ খ ঝ + ঝ
গ ঝ + জ ঘ ঝ + ব — ক

Class Test

১. বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে নিম্নোক্ত একটি ভাষা থেকে—
ক সংস্কৃত　খ পালি
গ প্রাকৃত　ঘ অপভ্রংশ

২. বাংলা লিপির উৎস কী?
ক সংস্কৃতি লিপি　খ চীনা লিপি
গ আরবি লিপি　ঘ ব্রাহ্মী লিপি

৩. 'ভাষা চিন্তার শুধু বাহনই নয়, চিন্তার প্রসূতিও।'— মন্তব্যটি কোন ভাষা-চিন্তকের?
ক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়　খ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
গ মুহম্মদ এনামুল হক　ঘ সুকুমার সেন

৪. বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলিত অভিধান 'চলন্তিকা' এর প্রণেতা কে?
ক কাজী আব্দুল ওদুদ　খ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
গ রাজশেখর বসু　ঘ সুবলচন্দ্র মিত্র

৫. 'ক' থেকে 'ল' পর্যন্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা কত?
ক ২৫টি　খ ২৮টি
গ ২৭টি　ঘ ২৬টি

৬. ঠোঁটের মধ্যকার ফাঁকের ব্যবধানের ভিত্তিতে স্বরধ্বনিকে কয়ভাবে ভাগ করা হয়?
ক দুই　খ তিন
গ চার　ঘ পাঁচ

৭. নিচের কোনটি তালব্য বর্ণ?
ক ত　খ প
গ চ　ঘ ট

৮. 'ক্ষ্ম' এর বিশিষ্ট রূপ—
ক ক্ষ্ + ম　খ খ্ + ম + হ
গ ক্ + ষ + ণ　ঘ ক্ + ষ + ম

৯. ব্যঞ্জনবর্ণের বিকল্প রূপের নাম—
ক কারবর্ণ　খ অনুবর্ণ
গ ফলা　ঘ রেফ

১০. বাংলা কার মোট কয়টি?
ক ৭টি　খ ৮টি
গ ৯টি　ঘ ১০টি

biddabari

উত্তরমালা

১	গ
২	ঘ
৩	ঘ
৪	গ
৫	খ
৬	গ
৭	গ
৮	ঘ
৯	খ
১০	ঘ

এই Lecture Sheet পড়ার পাশাপাশি Biddabari your success benchmark কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেয়া এসাইনমেন্ট এর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অংশটুকু ভালোভাবে চর্চা করতে হবে।